প্রেমের ডালি

কৃপাকণা-ভিখারী

শ্রীরসিকলাল দে—প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

গলী—এলাচী পোঃ "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

মূল্য—॥০ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।

([illegible] [illegible] সেবা-ভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত।)

Printed by P. N. Mitra,

at the

ABASAR PRESS.

92, Kaliprosad Dutt's Street, Calcutta.

প্রেমের ডালি।



(গীতিকা।)

প্রেমের ডালি, এনেছি হরি,
লবে কি চরণ-তলে ?
পীরিতি-কুসুমে, ভরিয়ে ডালা,
এসেছি গো কুতূহলে ॥
তোমার ভাবেতে, হইয়ে ভাবিত,
হৃদয়ে ফুটে যে ফুল।
তাহাই চয়ন, করিয়া এনেছি ;—
দিবার লাগি প্রাণাকুল ॥
লও হে বরেণ্য, কর হে ধন্য ;
সাধ্ হোক্ পূর্ণ, হেরিয়ে।
বহুদিন হ'তে, কৃপা-কণা পে'তে,
আছি, পথ-পানে চাহিয়ে।
তব চরণ-তলে, দিব ব'লে,—
আছি পথের পানেতে চাহিয়ে ॥

শ্রীগৌর-নাম।

যে নামে যে ডাকুক্ তোমায়, প্রাণ আমার চায়—
"গৌর" ব'লে।
গৌর, গৌর, গৌর-নামেতে—
হৃদয়-সাগর মোর, উথলে
কেন তাহা বুঝিতে নারি,
জানেন কেবল গৌরহরি,
গৌর, গৌর, গৌর বল ভাই,
নেচে নেচে আর বাহু তুলে ॥
বল, গৌর আমার প্রাণের ধন,
গৌর জীবনের জীবন,
আঁধার ঘরের মাণিক গৌর,
এ মধুর নাম কে শুনালে ?
বল, গৌর অধমতারণ,
বল, গৌর পতিতপাবন,
গোলোকের ধন নাম সংকীর্ত্তন
আনিয়ে পাপী তরালে।
যার যে ভাব সেই উত্তম,
বিচারেতে আছে তারতম,
আমি বুঝি গৌর আমার,—
আছেন সকলের মূলে।

হে গৌরাঙ্গ!

(তুমিই কি সেইজন ?)

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্মযোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥"

চরিতামৃত। মধ্য ২২শ।

আমি, শিশুকাল হ'তে, খুঁজিছি যাঁহারে,
তুমিই কি সেইজন?
কেঁদে কেঁদে সারা, হ'লাম পথহারা,
এতদিনে ধরা দিলে কি আপন!!
আমি তোমারি ব'লে যদি চিনাইলে,
তুমি আমারই ব'লে যদি জানাইলে,
তবে, দে'খো যেন, নাথ, আর কোনকালে,
দীনে ভুলিও না, নিবেদন হে।
খুঁজিতে খুঁজিতে মনের মানুষে,
পেয়েছি তোমায়ে কত না আয়াসে,
এস হে নিভৃতে, হৃদয়-আবাসে,
রাখি', করি সফল জীবন হে॥
না ভুলিয়ে আর সংসার মায়ায়,
দাসী-ভাবে নিতি পূজিব তোমায়,
আমি, দেখিব তোমায়ে, দেখিবে আমায়,
হবে হরষে হিয়া মগন হে।

ঐশ্বর্য্যে ভুলিয়া গিয়াছিনু দূরে,
তাই, তুমি সরিয়া, ছিলে হে অন্তরে,
এখন ধরা যদি দিলে, এস হে অন্তরে,—
ক'রনাক আত্ম-গোপন হে।
ভাব-দেহে তোমায় দেখি অন্তঃপুরে,
প্রাণের ভিতর আলোকিত করে ;
সংসার বড়াই আসি' ধীরে ধীরে,—
ভেঙ্গে দেয় সুখ-মিলন হে।
বিষামৃত গোরা-প্রেমের পরিচয়,
এম্‌নি ভাবে বুঝি দেখাইতে হয়,
কভু, অমৃত-সাগরে, কভু বা গরলে,
প্রাণ হয় উচাটন হে।
বুঝেছি হে আমি তোমায়, নিজ-জন,
তাই ভেবেছি সার যুগল-চরণ,
চিরকালের তরে দাও হে শরণ,
হের শরণাগত অকিঞ্চন হে।

হে সুন্দর!

হে চির-সুন্দর! কম-কলেবর!
এস হে মম হৃদয়ে।
আমি, তোমার লাগিয়ে, পিপাসিত হ'য়ে,
আছি, আকুল-পরাণে চাহিয়ে॥

ভব—নশ্বর রূপে, মজিয়ে, মাতিয়ে,—
সৌন্দর্য্য-পিয়াস মিটে না।
তব মোহন চিন্ময় রূপ দেখাইয়ে,
ঘুচাও এ নীচ-কামনা।
নাথ, প্রেম-বিচ্ছুরিত মূরতি তোমায়,
বারেক আমায় দেখা'য়ে।
মোরে, মুগ্ধ চিরকাল, রাখ হে দয়াল!
(যেন) নাহি রহি কামে ভুলিয়ে।
আমি প্রাকৃত-রসে, ডুবিয়ে, ডুবিয়ে,
তব অপ্রাকৃত-রস ভুলেছি।
এখন উপায় কি মোর, হে পরাণ-চোর,
কাল ভ'য়ে কাতর হ'য়েছি॥
হে বাঞ্ছিত! মোর, মায়ার এ ঘোর,
ল'ও নিজগুণে সরা'য়ে।
তুমি সুন্দর! অতি সুন্দর!!
আমি সুন্দর হই হেরিয়ে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ।

["বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের" এই সুর]

একবার গৌর বল। ধ্রু।
শ্রীগৌরাঙ্গ নামটী মধুর লাগে বড় ভাল।
জপিতে, জপিতে নাম হৃদয় করে আলো।

নামটী রস-ভাবে ভরা, শুধুই সুধাময়।
বদন ভ'রে বল্‌লে পরে, পরাণ শীতল হয়॥
না জানি কি কুহক আছে গৌরাঙ্গনাম গানে।
গাহিতে, গাহিতে নাম, পুলক আসে প্রাণে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নামের সনে, আছেন স্বয়ং গৌরহরি।
শ্রদ্ধাযোগে দেখ্‌তে পান, প্রেমের অধিকারী॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম কি মিঠে, জানেন ভক্তগণ।
"হা গৌরাঙ্গ," বলি তাই করেন রোদন॥
নামের সঙ্গে মনে পড়ে সোণার মূর্ত্তিখানি।
আর মনেতে পড়ে সেই রাঙ্গা পা দু'খানি॥
নামের সঙ্গে মনে আসে নব নটবরবেশ।
এম্‌নি গৌর নামের গুণ, হয় ভাবের আবেশ॥
গৌর, গৌর বল ওরে ভাই, প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
গৌর তবে কর্‌বেন কৃপা রাতুল চরণ দিয়ে॥
নিত্যধামে নিত্যলীলা, দেখ্‌তে পাবে ভাই।
ঘুচে যাবে সংসারের খেলা সেই লীলামৃত পাই'॥
গৌর বিনা গতি কোথায়? নাম শুধু সম্বল।
করতালি দিয়ে একবার গৌরহরি বল॥
অধম রে, গৌর নাম বিনা তুই, পার হবি কিসে?
অকপটে নাম ক'রে চল, নেচে নেচে আর হেসে।

নর্ত্তনশীল শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ।

(চিত্তপটে ও চিত্রপটে)

দেখ, ওই নেচে যায়। ধ্রু।
গৌর নেচে যায় রে আমার, নিতাই নেচে যায়।
মাতিয়ে মাতিয়ে পড়ে, এ উহার গায়॥
বাহু তুলে, হরি বলে তারা, বলে "সবে আয়"।
প্রেমানন্দে, প্রেমানন্দ সকলে বিলায়॥
সুধামাখা হরিনামে, ভাই, চৌদিক মাতায়।
(নামের) আলো পেয়ে মনের আঁধার দূরেতে পলায়॥
রুণু রুণু বাজে নূপুর, যুগল রাঙ্গা পায়।
(যত) ভক্তবরে রজ'পরে, ভাই, গড়াগড়ি যায়।
কি আনন্দ শোভে মরি রে, আজি নদীয়ায়।
পাপী তাপী মগ্ন হ'ল প্রেমেরি বন্যায়॥
সে প্রেম-তরঙ্গ রঙ্গে নীলাচলে ধায়।
অনর্পিত প্রেম-সুধারস দু'ভাইয়ে ছড়ায়॥
অরুণ বসনে গোরা-তনু শোভা পায়।
নীলবাসে কিবা ভাসে নিত্যানন্দ রায়॥
সুধার কলস ল'য়ে তারা অমিয় বিলায়।
সে অমৃত পানে সবে প্রেমে ডুবে যায়॥
গৌর-নিতাই-কল্পতরুর শীতল ছায়ায়।
কে জুড়াবি আয় রে ছুটে, আয় রে ছুটে আয়॥

প্রকট নর্ত্তন-লীলা না দেখিনু হায়!
চিত্ত-পটে আর চিত্র-পটে দু'জন নেচে যায়॥
দেখ, ওই নেচে যায়।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুমি হে গৌরচন্দ্র!
ভকত-হৃদয়-মানস-রঞ্জন, নিখিল-ভুবন-বন্দ্য॥
তুমি শচীর দুলাল, পরম দয়াল, গৌরকান্তি লইয়ে।
পতিত তারিতে, নাম বিলাইতে, হুঙ্কারে এলে নামিয়ে;
দিলে জাম্বুনদ হেম— সুনির্ম্মল প্রেম,
দেখালে রসের রঙ্গ।
ওহে ও আনন্দ-কন্দ!
তুমি গৌর-সুন্দর, জগমনোহর, নদীয়া-গগনচন্দ্র॥
আজি নাম গানে, মধুর কীর্ত্তনে, গেছে যে বিশ্ব ভরিয়ে।
গভীর আঁধারে, দূরে অতিদূরে, আছি যে আমি পড়িয়ে॥
বঞ্চিত প্রাণে, শ্রীনাম-গানে,
হইয়ে আছি যে অন্ধ।
তুমি, ত্রিলোক-আলোক, নাশ দুঃখ, শোক,
ঘুচাইয়ে দাও হে ধন্দ।
ওহে ও গৌরচন্দ্র!!
তোমারি দত্ত, এ মোর চিত্ত, সন্তাপে গেছে যে জ্বলিয়া।
তুমি, রসিক-নাগর, রসের সাগর, দাও প্রেম-রসে রসিয়া॥

করুণার একবিন্দু-সঞ্চারে লভিব পরমানন্দ।
মধুর ঝঙ্কারে, গাহিব সঙ্গীত, দাও হে পদারবিন্দ ॥
হে মোর গৌরচন্দ্র !!
আমি দীন-হীন, সদাই মলিন, তোমারি ভরসা করিয়া।
বহুদিন হ'তে, পড়িয়ে বিপদে, আশাপথ আছি চাহিয়া ॥
ওহে বিপদ-বারণ ! অধম-তারণ !
ছাড় হে চাতুরী রঙ্গ।
হে করুণাকর ! দীনে দয়া কর, দূর কর ভব-বন্ধ।
হে আমার গৌরচন্দ্র !!

রাঙ্গা পা দু'খানি

কিবা শোভা !

কিবা শোভা ! পাদপদ্ম কমল-আসনে।
কিবা শোভা ! পাদপদ্ম চর্চ্চিত চন্দনে ॥
কিবা শোভা ! পাদপদ্ম অলক্তক-রাগে।
ব্রজধামে, রজ'পরে কিবা ভাব জাগে ॥
সংকীর্ত্তনে নাচে যবে নব-নটবর।
তখন কি শোভা হয়, মরি কি সুন্দর ॥
কাঠের তরণী কিবা পাষাণ উপরে—
পাদপদ্ম, অপরূপ কত শোভা ধরে ॥
পাদপদ্ম হ'তে বহে সুর-শৈবলিনী।
মরি কি সুন্দর ভাব, বলিতে না জানি ॥

এ সকল শোভা বটে অতি মনোহর।
কিন্তু এ'র চেয়ে শোভা আছে প্রীতিকর॥
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম মধুর উজ্জ্বল।
বিকাশি' সুষমাসার করে ঝল্‌মল্‌॥
ভক্ত-হৃদে পাদপদ্ম কি তরঙ্গময়।
ভকতের অনুভব যোগ্য শুধু হয়॥
ভক্ত-হৃদে পাদপদ্ম; নাহি সরে বাণী।
অন্তরে আস্বাদ্য শুধু "রাঙ্গা পা দু'খানি॥"

প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি।

(১)

হে আরাধ্য!

আমি, সংসার-সন্তাপে তপ্ত অতিথি দুয়ারে,
তব বেণু-মুখরিত কুঞ্জে কর হে আহ্বান্‌।
বিষাদ-তিমিরে ভ্রান্ত, ডাকিছি কাতরে;
প্রীতির পবিত্রালোকে জুড়াও পরাণ।
প্রবেশি' কুঞ্জের মাঝে, যুগল-মাধুরী—
সুধারস পি'তে সাধ হ'তে বহুদিন।
বঞ্চিত ক'র না, বাঞ্ছা দাও পূর্ণ করি,
পারি না এ বেশে আর থাকিতে মলিন
ওহে বরেণ্য! হই হে ধন্য,
সেবিয়ে পদ দু'খানি।

আমি চরণ-পরশে, বিপুল হরষে,—
জীবন সফল মানি॥

(২)

হে আরাধ্যে!
বল, মোর প্রতি হবে কবে তোমার করুণা?
সে আলোকে দূরে যাবে হৃদয়-আঁধার।
হ্লাদিনী শক্তির তব, পাব এক কণা;
প্রেমরসে হবে সিক্ত অন্তর-আগার।
সেই রসে হবে হিয়া নিকুঞ্জ-কানন;
ফুটিবে সৌরভময় কুসুমনিচয়;
প্রবাহিত হবে ধীরে শান্তি-সমীরণ,
দাসী-ভাবে, লব, আমি চরণে আশ্রয়।
হে মোহিনি! নারী-শিরোমণি!
শ্রীপদ কবে বা দিবে?
শিরেতে তুলিয়া, বুকেতে ধরিয়া,
(দাসী) আনন্দে ডুবিয়া রবে॥

লালে লাল।

[মহার্ণব-নীরে বটপত্রোপরে শোভিত শিশুরূপী
শ্রীভগবানের চিত্র সন্দর্শনে।]

প্রথম উচ্ছ্বাস।

এবা কোন লীলা! পত্রে হরির শয়ন!!
বদন-কমলে হেরি চরণ-কমল।

মরি, মরি, কি সুষমা মানস-মোহন ;
একি ভাব সুগভীর, কত নিরমল !
মণি সহ কাঞ্চনের অপূর্ব্ব সংযোগ,
প্রাণ কাড়ি লয়, মাত্র করিলে দর্শন।
যায় শোক, যায় দুঃখ, ঘুচে দেহ-রোগ ;
পুলকে পূরিত হয়, হিয়া, তনু, মন।
রাঙ্গা পা দু'খানি বটে কিবা সুধাময় ;
কি গৌরব ! কি সৌরভ ! কি প্রভাব তার !
বুঝাইতে জগজনে, ভাবের উদয়।
ধন্য মার্কণ্ডেয় মুনি, শক্তি তপস্যার।
মহাবিষ্ণু-রূপধারী, কা'র এ দুলাল ?
জগতে অতুল শোভা হেরি লালে লাল ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

একবার হের রে নয়ন !
মহার্ণব-নীরে, বটপত্র'পরে, শিশুরূপী হরি—
ক'রেছে শয়ন ॥
মরি কি নেহারি শৈশব মূরতি !
চৌদিকে ঝলকে সুরূপের ভাতি,
হেরি জাগে হৃদে অপরূপ প্রীতি
বিমোহিত হয় মম প্রাণ, মন।
শ্যাম-অঙ্গে ওই শোভা কি সুন্দর !
লোহিত অপাঙ্গ কিবা বিম্বাধর,

কম্বু গ্রীবা আর নাসা মনোহর,
বদনেতে হাস্য নয়ন-রঞ্জন।
কি শোভন-ভুরূ কর্ণ সুবিস্তৃত,
কি গভীর নাভি অতি সুশোভিত,
বদন মণ্ডলে প্রতিভা স্ফুরিত,
মার্কণ্ডেয়-ঋষি-তপোলব্ধ ধন।
বিশাল উরস কিবা সুবলিত,
মৃণাল সু-ভুজ কিবা সুগঠিত,
নাভি-কণ্ঠ-দেশ ত্রিবলী অঙ্কিত,
কি চাঁচর-কেশ মানস-মোহন।
মুকুতার মালা বিরাজিত গলে,
বলয় শোভিছে শ্রীকরযুগলে,
কটীতে কিঙ্কিণী মধুরে উজলে,
পৃষ্ঠেতে দুলিছে পৃষ্ঠ-আবরণ।
কর্ণেতে কুণ্ডল হয় আন্দোলিত,
শ্রীপদে নূপুর হয় মুখরিত,
শিরোদেশে কিবা চূড়া-বিমণ্ডিত,
ভালেতে শোভিছে তিলক-মোহন।
হেরে আঁখি অন্য দিকে নাহি চায়,
মনে হয় সাধ ধরি এ হিয়ায়,
প্রতি অঙ্গ সিক্ত লাবণ্য-ধারায়,
অনিমিষে শুধু করে দরশন।
আহা মরি, মরি, কার এ দুলাল!
বিশুষ্ক হৃদয় হ'ল যে রসাল,

মধুর মিলনে হ'ল লালে লাল,
মুখপদ্মে পাদপদ্ম সুশোভন ॥
বদন-কমলে চরণ-কমল,
সেজেছে, সেজেছে, সেজেছে রে ভাল,
রাঙ্গা পা দু'খানির গৌরব কেবল,
বাড়া'তে বুঝি বা এভাব ধারণ!
পাদপদ্ম হ'তে বহে সুধাধারা,
বিন্দু পানে যার ভক্ত মাতোয়ারা,
বুঝিতে না পারি, হই আত্মহারা
দূর হ'তে পাপী করি নিরীক্ষণ।
মায়া-শিশুরূপে স্বয়ং ভগবান্,
পূরাতে আসিলে ভক্ত মনস্কাম,
দেখায়ে অপূর্ব্ব মূরতি সুঠাম,
করিলে নবীন ভাবের স্ফুর।।
চিত্রপটে হেরি' এ চিত্ত-ফলকে,—
গাঁথিয়া রাখিনু বিপুল পুলকে,
কভু যেন আর সংসার-কুহকে,
নাহি ভুলি ওই রাতুল-চরণ।

প্রার্থনা।

মম মলিন চিত্ত, ভুলেছে সত্য,
মত্ত মায়ার ঘোরে।
তব মধুর মূরতি, লাবণ্য-ভাতি,
পরাণেতে নাহি স্ফুরে॥
মোর সদা এ অন্তর, হের অনুর্ব্বর,
না আছে রসের লেশ।
শান্তি লুপত, তাপেতে তপ্ত,
বিশুষ্ক, বিবর্ণ বেশ।
আমি শুনেছি শুনেছি, তুমি রসময়!
রসিক-নাগর-বর!!
ওহে আকুল আহ্বানে, ডাকিলে তোমারে,
থির না রহিতে পার॥
মম মরমের কথা, হৃদয়ের ব্যথা,
প্রাণের আকুল ধ্বনি—
তব শ্রবণ বিবরে, পশিয়াছে যদি,—
হে বরেণ্য গুণমণি!
তবে কোমল পরশ-যোগেতে সরস—
কর এ কঠোর প্রাণ।
মোর আঁধারেতে ঢাকা অন্তর মাঝে,—
কর হে আলোক দান॥
নাথ এ বিদগধ চিত, কর পরিণত,
কুসুমিত মধুকুঞ্জে।

উহা হউক শোভিত, প্রেমের প্রবাহ,
আর ভাবের প্রসূন-পুঞ্জে ॥
পরে, সে কুঞ্জ-কাননে, হে কুঞ্জবিহারি!
তুমি এস, তুমি এস।
আর নাগরীর সনে, মধুর-মিলনে,
হৃদয় জুড়িয়ে ব'স ॥
আমি, সখীর অনুগা হইয়ে, অদূরে
অলক্তক রাগ ল'য়ে।
তব মঞ্জীর-ভূষিত রাঙ্গা পা'য় পানে,
থাকি, তৃষিত নয়নে চেয়ে।

অপরাধী।

অপরাধী ব'লে, হে দীন-শরণ,
আমারে যেন না ভুলিও
অধম-তারণ! অধম জনেরে,
চরণেতে ঠাঁই দিও ॥
আমি হীনমতি, কুপথেতে গতি;
নিদয় যেন না হইও।
হে করুণাময়! যেন কৃপা হয়,
অনুরোধ এই রাখিও ॥
না আছে ভজন, সাধন আমার,
উপায় তবুও করিও।

কিসে হবে মোর, চরমে মঙ্গল,
কথাটী বারেক, ভাবিও ॥
প্রেমকণা মোর, যদিও না আছে,
নিদানের দিনে আসিও।
কামনার বিষে, হিয়া জর জর,
অন্তে হে শ্রীকান্ত হেরিও ॥
আমার ভরসা, আশা হে কেবল,
তোমারি করুণা জানিও।
সেই করুণার বশে, শেষ দিনে এসে,
জনম সফল করিও।
তবে ত বুঝিব, তবে ত জানিব,
কাঙ্গালের সখা তুমি হে।
অনুতাপে জ্ব'লে, কাঙ্গাল ডাকিলে,
হও সুদীনের স্বামী হে।
ভক্তে, ভক্তি-ডোরে, বাঁধে হে তোমারে
ভরসা কি নহ পাপীরও ?
এ পাপ-জীবনে, লব আমি চিনে,
তুমি নিজ জন দীনের ও ॥

শঙ্কর-শিরে রাঙ্গা পা দু'খানি।

"প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করেন পাদ প্রসারণ ॥

"প্রভু-পাদোপাধান" বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে শ্রীবিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥"

চৈঃ চঃ।

একবার কর রে স্মরণ।
শঙ্কর-শিরে শোভিছে প্রভুর রাতুল যুগল চরণ ॥
এ নহে শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর ;
(এ যে) পণ্ডিত শঙ্কর প্রভুর পরিকর ;
প্রভুর পা দু'খানি, পরম সুন্দর জানি'—
আছে পদতলে করিয়ে শয়ন।
পাদপদ্ম যুগ্ম করি' উপাধান,
শিরোদেশে রাখি' জুড়াইল প্রাণ,
"প্রভু-পাদোপাধান" ধরিল যে নাম,
সফল করিল মানব-জীবন।
রাঙ্গা পা দু'খানি মরি কি সুন্দর!
কত সুশোভন, কিবা মনোহর,
পরশের সুখ কত প্রীতিকর—
জানিল, বুঝিল শঙ্কর সুজন।
প্রলাপে প্রভুর ভাব গর গর,
মুখের ঘর্ষণ ভিত্তির উপর ;
শ্রীঅঙ্গের সেবা করিতে তৎপর—
করে প্রেমানন্দে পাদ-সম্বাহন।
রাঙ্গা পা দু'খানি টানিয়ে লইয়ে,
ধীরে, ধীরে, ধ'রে হস্ত চাপ দিয়ে,

চরণ-নিঃসৃত সুধা-রস পিয়ে,—
করে সুখে সারা নিশি জাগরণ।
মরি কিবা শঙ্করের ভাগ্যোদয়,
প্রকট প্রভুর ভাবেতে তন্ময়,
স্মরিয়ে এ ভাব, এ অধম কয়—
কর এক বিন্দু রস-বিতরণ।

কি চাহিব ?

তুমি মঙ্গলময়, করুণা-নিলয়, অতুল তোমার করুণা।
তুমি যাহা বুঝ, তাই দাও প্রভো, আমি কি চাহিব জানি না
যাহা দিবে তাহা, লব শির পেতে,
কথাটী কব না, কভু কোন মতে,
সুখ দুঃখ ল'ব অতি হরষেতে,
তুমিই ভাবিবে ভাবনা।
চিন্তামণি নাম তুমি নাকি ধর,
মোর চিন্তা বৃথা, কেবলি অসার ;
সংসারের এই ঘোর পারাবার—
কি ভয় দেখাবে বল না ?
যে ভাবে রাখিবে তাই মোর ভাল,
নীরবে সহিছি, সকল জঞ্জাল,
সহিতে প্রস্তুত আছি চিরকাল,
বাকী কি পরীক্ষা, কর না।

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সদা থাকি,
ভুবন-মঙ্গল নাম তব ডাকি,
রাঙ্গা পা দু'খানি কভু বা নিরখি,
এ কথা কি মনে হয় না।
ভাল যাহা বুঝ, তাই দাও মোরে,
তব দত্ত ধন ল'ব সমাদরে
যশ, মান আদি, সব থাক্ দূরে,
কিছু তাহে আসে যায় না।
দিতে কি চাহিছ একবিন্দু প্রেম—
সুনির্ম্মল যেন জাম্বুনদ হেম,
তাই দাও প্রভো, আর কোন ধন—
প্রাণ যেন মোর চায় না।
তুমি প্রেমময় শ্রীভগবান্,
তাই বুঝি তব এ শুভ-আহ্বান,
তাই কি হে সর্ব্ব-কল্যাণ-নিদান!
প্রেমে কর কল্যাণ কামনা।

কি সাজে?

তোমায় কি সাজে সাজিবে ভাল? (ভাবি তাই)
(তোমার) প্রেমেতে উজ্জ্বল মধুর রূপখানি,—
আপনার সাজে আপ্নি আলো।
কিবা দিয়ে আমি সাজাব তোমায়,

সাজাব'ন মত সাজ পাব কোথায় ?
বাহিরে যে সাজ, সে সব পায় লাজ,
রূপের কাছে হেরি সব যে কাল।
তোমার রাঙ্গা পা দু'খানি সাজাব বলিয়ে,
অলক্তক-রাগ এলাম করে ল'য়ে,
কিন্তু! রাতুল চরণ হেরি', ওহে গৌরহরি,
করের জিনিস করেতে র'ল॥
ফুল্ল-শতদল, চন্দন লইয়া,
সাজাবার তরে আইনু ধাইয়া,
প্রেমানন্দে হ'ল ভরপুর হিয়া ;
কমল-চন্দন ভূমেতে পড়িল।
সাজাবার আশা শুধু বিড়ম্বনা,
স্ব-সাজে সেজেছ, সেই বড় ভাল, না ?
তোমার, স্বাভাবিক সাজ, হেরি' হৃদয় মাঝ,—
(যেন) বৃন্দাবনের ভাবে থাকি চিরকাল॥

"বঁধু তোমারই গরবে"—

["বঁধু তোমারই গরবে গরবিণী হাম্ রূপসী তোমার রূপে। আমার গরব তুঁহু বাড়াইলি আর টুটাইবে কে ?" এই তেজো-ভাবব্যঞ্জক সুমধুর গানটী বহুদিন হইল ভক্ত-কবির শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। সে দিন, উহা কোন প্রেম-পাগল ভক্তের মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়া কানের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ

করিয়া আমার হৃদয়ে একটী বিশেষ ঝঙ্কার তুলিয়াছে। আলোচ্য প্রস্তাব উহারই প্রতিধ্বনি।]

"বঁধু তোমারই গরবে"—এ উক্তি কাহার? কৃষ্ণৈকপ্রাণা শ্রীমতী রাধিকার। কাহার উদ্দেশে, নিজ প্রাণবল্লভের উদ্দেশে। ভক্তির কোন্ অবস্থায় এ উক্তির প্রকাশ, শেষাবস্থায় আত্ম-নিবেদন হইয়া গেলে। দেহ, গেহ, প্রাণ, মন, কুল, শীল, রূপ, যৌবন, ধন, গৌরব প্রভৃতি সকলই ভালবাসার পাত্রে অর্পিত না হইলে "তোমার গরবে" বলিবার অধিকার কাহারও নাই। একটু আমিত্ব থাকিতে কেহ একথা বলিতে পারে না,—"আমি তুমি" এবং "তুমি আমি" দুই হইয়াও একে কেন্দ্রীভূত না হইলে "বঁধু তোমার গরবে গরবিনী" বলিবার সাধ্য কাহারও হইতে পারে না। রাধাভাবের চরম বিকাশ বুঝি এই সুধাময়ী গীতিকায়। ত্যাগের পূর্ণ অভিব্যক্তির পরে, প্রেমের এই প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির গৌরব-ভাতি প্রকাশিত। এই ভাবে ঐশ্বর্য্যের ছায়াপাত নাই উহা মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। প্রেমময়ের উদ্দেশে প্রেমময়ীর এই তেজোগর্ভ উক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের ন্যায় মলিন জীবের হতাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়। জড়তা দূরীভূত হইয়া এক মহা উদ্দীপনার উদ্রেক হয়। নব নব ভাবে অন্তঃপ্রদেশ বিভাবিত হইতে থাকে।

মহাসত্যের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই ভিন্নাকারে এই ভাব প্রদর্শন করিয়া জগতে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া-ছেন। মহম্মদ বল, খৃষ্ট বল, শঙ্করাচার্য্য বল, কবীর, নানক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি সকলেই ন্যূনাধিক, এই ভাবের

ব্যঞ্জনা শক্তির পরিচয় দিয়া কালের বক্ষে, গৌরবের চিহ্ন অনন্ত অক্ষরে অঙ্কিত করি‍য়া রাখিয়া গিয়াছেন। "তোমার গরবে গরবিণী" বলে বলবান হইলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অতি হেয় বলিয়া বোধ হয়,—সাগর গোষ্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ভাবের কণিকার অধিকারী যিনি, তিনি অসীম শক্তিশালী পুরুষ। এই ভাবের স্ফুরণেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত,—রাজমুকুট তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত। এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই শ্রীমহাপ্রভুর এক এক পার্ষদ ভক্ত, রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িতে সমর্থ হইয়া জগতে কল্যাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভাব,—এই স্ব-সুখ বিসর্জ্জনই—এই আত্মত্যাগই,—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব, গোস্বামীর জগৎ স্বামীত্বের মূল উপাদান।

"বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী, এই ভাব-সিদ্ধের সিদ্ধি স্বরূপ প্রাপ্ত ধন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার করতলগত। আত্মজয়ী এই "গরবে" গৌরবান্বিত হইয়া দেশবিজয়ীর শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিতে পারিয়াছেন। হে বিশ্বনাথ, হে মাধুর্য্য-জগতে নিত্য বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন-মদন গোলোকপতি ভগবন্! ধন্য তোমার "গরব", আর ধন্য তোমার গরবে গরবিণী, মহাভাবময়ী আত্ম-নিবেদনসিদ্ধা শ্রীরাধিকা! অহো ধিক! এ জীবনে—গুরুরূপা সখীর নিকট হইতে মহামন্ত্র লাভ করিয়াও, গ্রহবৈগুণ্যে অপরাধের ফলে ত তাহাতে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলাম না। সিদ্ধি দূরের কথা, অভিসারিকারূপে পথের অনুগমনই করিতে পারিলাম না। মোহমুগ্ধ মলিন অধম জীবের হৃদয়ে গরবিণী হইবার একটু ভাব সঞ্চয় করিয়া দাও, গো।

বালক সখের যাত্রার দলে রাম-রাবণাদির যুদ্ধ দেখিয়া

আসিয়া গৃহে তাহার বিকৃত অনুকরণ করিয়া থাকে। আমিও সাধুর শ্রীমুখে "তোমারই গরবে" — এই উচ্ছ্বাসময় অমিয় বাক্য শুনিয়া, লোভ সম্বরণ না করিতে পারিয়া প্রাণের আবেগভরে বলিতেছি,—

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম্
রূপসী তোমার রূপে।"

আর বলিতেছি ঃ—

(গীতিকা)

তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তারা ক্ষুধা তৃষা যায় ভুলে।
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের দেহে কি লাবণ্য খেলে॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তারা যুগে যুগে জেগে রয়।
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের হৃদয় আনন্দময়॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের কর্ম্ম-বন্ধ যায় কেটে।
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের বিশ্বজন পায়ে লুটে॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তারা রহে সদা নির্ব্বিকার।
তোমার গরবে গরবিণী হ'লে,
রহে না'ক শোক দুঃখের ভার॥

তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের সবে হয় আজ্ঞাকারী।
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তারা অসীম শকতিধারী॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের অন্তর রসময়।
তোমার গরবে গরবিণী হ'লে,
চিত সদা পূত রয়॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের ভেদ বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার গরবে গরবিণী হ'লে,
প্রাণ নবভাবে মেতে উঠে॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের সুধার ভাণ্ড সদা মন।
বিশ্বের উদ্যানে, মহান্ত স্বরূপে,
প্রেম করে বরষণ॥
তোমার গরবে গরবিণী যারা,
তাদের কি দরকার দরবারে?
চাহে না কটাক্ষে, দেখে দিব্য চক্ষে—
নিত্য নিত্যানন্দপুরে॥
তাদের আঁখির ঝলকে, পলকে পলকে,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়।
নহে এ ব্রহ্মাণ্ড, সহস্র ব্রহ্মাণ্ড,—
করেছে তাহারা জয়॥

তোমার গরবে, গরবিণী যারা,
তাদের যে কি ভাব হয় ?
তাদের সে ভাব, তাহারাই জানে,
কহিবার কথা নয় ॥
এ গরবে গরবিণী রাধা ছাড়া বল,
কে আর হইতে পারে ?
এ ভাবের বিন্দু পাইতে হইলে,
ধর্‌তে হবে শ্রীরাধারে ॥
তাই বলি মন, হ'য়ে সচেতন,
ধীরে চল, রাধা ব'লে।
তবে একদিন, আসিবে সুদিন,
পাবি কূল এ অকূলে ॥"

হে গৌরাঙ্গ, হে শ্যামসুন্দর, হে ভক্তমণ্ডলী, উপহাস করিও না। দূরে থাকিয়া একটু কৌতুক দেখ। বাক্যে অবক্তব্য হইলেও, প্রাণের তীব্র উচ্ছ্বাস ভাষার আকারে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিলাম, অদোষদর্শী ভক্তগণের নিকট এবং অন্তর্যামী করুণাময় শ্রীভগবানের সন্নিধানে, সমস্ত অপরাধই মার্জ্জনীয়। হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!!

সেই মুখখানি।

সেই হাসি মাখা, সুধাসিন্ধু ছাঁকা মুখানি পড়িছে মনে।
সেই চাঁদ নিরমল, শ্রীমুখ-কমল, জাগে অবিরল পরাণে ॥

সেই অলক তিলক-জাল সুমণ্ডিত,
সেই বঙ্কিম চাহনি নেত্র সুশোভিত,
সেই অধর যুগল অরুণ রঞ্জিত,
(মম) চিত খানি সদা টানে।
ভুলিতে কি পারি? ভুলিবার নয়,
নিত্য সম্বন্ধ তার সনেতে রয়,
যদিও মায়ার প্রভাব দুর্জ্জয়,
তবু থেকে থেকে পড়ে মনে।
সেই, চাঁচর-কেশেতে মোহন চূড়াটী,
কর্ণেতে কুণ্ডল কিবা পরিপাটী,
শ্রবণ বিস্তৃত পদ্ম আঁখি দুটী,
মরি কি মধুর ভাব আনে।
সেই, কি যেন কি ভাবে ভরা মধুময়,
বল্‌তে গেলে পরে, শক্তি নাহি রয়,
অনুভবে শুধু আভাস উদয়,
সুষমার সীমা কেবা জানে?
সই, সুকোমল গণ্ড অতি সুশোভন,
নেত্র রসায়ন, লাবণ্য-সদন,
ঈষৎ লোহিত আভা প্রকটন,
(যাঁর) তুলনা বালার্ক কিরণে।
সেই ভ্রু-যুগ ধনুক কি সৌষ্ঠব পূর্ণ,
কামিনীকুলের করে দর্প চূর্ণ,
প্রকৃতির ভাবে হইয়ে ভাবাপন্ন—
চেয়ে থাকি তারি পানে।

সেই বেণু-মুখরিত গোবিন্দবদন,
সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকার ললাট মোহন,
তিলফুল জিনি নাসা সুশোভন,
মুকুতার ভূষা দোলনে।
সে মুখের নাহি সৌন্দর্য্যের সীমা,
প্রাকৃত জগতে মিলে কি তুলনা?
শুদ্ধ ভক্তিযোগে কর্‌লে উপাসনা,
বাঁধা পড়ে মানস-নয়নে।
সেই মুখখানি স্মরণ করিতে,
সেই মুখখানি হৃদয়ে ধরিতে,
সেই মুখখানি সদা নিরখিতে,
বাসনা উঠিছে জীবনে।
ভুবনমোহন সেই মুখখানি,
হৃদয়ে বসাব কবে তা' না জানি;
বিজনে বসিয়ে শুধু দিন গণি;
হরির দয়া হবে কি এ দীনে?

টুক্ টুক্ টুক্।

পূর্ব্বদিকে উঠে রবি লোহিত বরণ।
মরি কি সুষমা ভাতি নয়ন-রঞ্জন॥
গোধূলীর রক্তিমাভা বড়ই সুন্দর।
মুগ্ধ কবি, হেরি' ছবি, প্রফুল্ল অন্তর॥

সরোবরে শতদল, স্থলে রক্তজবা।
সুললিত, কি লোহিত, প্রাণ-মনোলোভা॥
নারীর সীমন্তে হেরি হিঙ্গুলের টিপ্।
মনে হয় জ্বলে বুঝি সুখের প্রদীপ॥
ফাগুনে ফাগুয়া খেলা কিবা লালে লাল।
খেলে অপরূপ খেলা নন্দের দুলাল॥
সকলের চেয়ে প্রাণে বাড়ায় কৌতুক্।
রাঙ্গা পা দু'খানি লাল টুক্ টুক্ টুক্॥

প্রাণের দেবতা।



(প্রার্থনা।)

আমার—
প্রাণের দেবতা, হে গৌর সুন্দর!
পরাণের মাঝে এস।
তুমি এস, তুমি এস॥
আঁধার হৃদয় ক'রে আলোকিত,
দীপ্ত হৃদাকাশে ব'স।
তুমি ব'স, তুমি ব'স॥
মোর, কলুষ-নিরত চিত অবিরত,
(আছে) নীরস ভাবেতে পড়িয়ে।
অতি নীরস ভাবেতে পড়িয়ে;

তুমি, ওহে রসময় ! হইয়ে সদয়,
(কর) সরস কৃপা-কণা দিয়ে।
সরস কৃপা-বারি দিয়ে ॥
বহুদিন হ'তে আসার আশাতে
— আছি তৃষিত বড়, সংসারে।
নিদারুণ এ সংসারে।
চকোর যেমন শশি-সুধা লাগি',
অথবা চাতক, বারি তরে।
মেঘ-বারি-বিন্দু তরে ॥
আকুল হইয়ে ডাকিলে তোমায়,
থাকিতে তুমি ত পার না।
পার না, পার না, নাথ, পার না ॥
পরাণের মাঝে আকুল পিয়াসা—
জাগিয়াছে কিনা, বুঝ না ?
শুদ্ধচিত্তে তব হয় আবির্ভাব,
অশুদ্ধ কি তবে পাবে না ?
পতিতপাবন নামটী তোমার ;
শুদ্ধ ক'রে দীনে লও না !
সুমধুর অতি নামটী তোমার,
নামে দৃঢ়রতি হইলে।
প্রাণের দেবতা ! ওহে প্রেমবশ্য !
হৃদয়েতে প্রেম উছলে ॥
শ্রীনাম তোমার, সত্যের আধার
এ বিশ্বাস স্থির করি না।

বিশ্বাসের সাথে, দুরগম পথে,
পাণ্ডত হইয়ে ডাকি না॥
তাই, প্রাণের বাসনা, মিটে না আমার,
ঘুচে না ত্রিতাপ জ্বালা।
মায়া অধিকারে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
হইতেছি ঝালাপালা॥
প্রাণের দেবতা! পরাণেতে এস;
মায়া—আবরণ সরাইয়ে।
আমি মানস-নয়ন, করি' উন্মীলন,
ধন্য হই শ্রীরূপ হেরিয়ে॥
পরাণে জাগিলে, তোমার ও রূপ,
বাহিরে জাগিবে, জাগিবে।
সব গৌরময়, সবি গৌরময়,
তখন এ দীন হেরিবে॥
পরাণের ধন! হৃদয়-দেবতা!
ভুলিয়ে, ভুলায়ে, থেকো না।
(তুমি) নিজ-জন ক'রে অধম জনেরে,
লও, প্রকাশিয়ে করুণা।
ওহে, বঞ্চনা মোরে ক'র না॥

মহা-নির্যাণ।



[শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাধের মরণ বা অনন্তজীবন]

[সাগরকূলে সাধন-কুটীরে আজ শ্রীল হরিদাসের মহা-নির্যাণ হইবে। হরিদাস, ভক্ত-বৎসল মহাপ্রভুর নিকট জীবনের শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রার্থনা তাঁহার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরই যোগ্য। প্রভুর লীলা সংবরণের দিন সন্নিকট; হরিদাস এ দুর্দ্দিনের বিষয় মনে করিয়া অস্থির হইয়াছেন; তাই কাতর প্রাণে প্রভুর সমক্ষে আর্ত্তি করিয়া বলিতেছেন—

"সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা ॥"

কেবল ইহাই নহে। কিরূপ ভাবে এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে তাঁহার বাসনা, তাহা এই,—

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥"

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীমহাপ্রভু, আজ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য হরিদাসের ভজন কুটীরে সমাগত হইয়াছেন। সঙ্গে স্বরূপ, রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু হরিদাসের

গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভক্তবর হরিদাস প্রাণের ঠাকুর, ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্মুখে বসাইলেন। অতঃপর তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গদ্বয়, শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-পদ্মের মকরন্দ পান করিতে লাগিল। তাঁহার পবিত্র হৃদয়খানি প্রেমময়ের রাতুল চরণযুগল ধারণ করিল।

মুখে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে হরিদাসের জীবাত্মা নাম-ব্রহ্মের সহিত দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইল। একদিন ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব, নবজলধর-শ্যামমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ আমাদের প্রাণের হরিদাসও, কনককান্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মাধুর্য্য-মণ্ডিত অপরূপ মহিমময় মূর্ত্তিখানি সন্দর্শন করিতে করিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। অহো! ইহাকে কি বলিব? ইহা কি সাধের মরণ, না, অনন্ত জীবন। এইরূপ মৃত্যুই জীবের বাঞ্ছনীয়। হে আমার প্রেমরাজ্যের প্রিয়সখাগণ! এই দৃশ্যের সুন্দর আলেখ্যখানি একটিবার চিত্তপটে এবং আর একবার চিত্রপটে নিরীক্ষণ করুন। প্রাণমন আরও ভাবময়, আরও মধুময়, আরও উন্নত, আরও পরিশুদ্ধ হউক। আঁখির পিপাসা প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে ডুবিয়া চিরশান্তি লাভ করুক। এ চিত্র আঁকিবার নহে, এ বরণীয় চিত্র ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে। ভাবনেত্রে, এ ভাবনিধির ভাবময় চিত্রখানির অনুধ্যান করুন।]

———

গীতিকা।

আজি, সাগরের তীরে, সাধন-কুটীরে
শ্রীহরিদাসের হইবে নির্য্যাণ।
তাই, ভকতবৎসল শ্রীশচীদুলাল,
এসেছে, রাখিতে ভকতের মান॥
সার্ব্বভৌম আদি, স্বরূপ, রামরায়,
হরিদাসের চারিদিকে শোভা পায়,
সম্মুখেতে ওই কনক-প্রভায়—
গৌরাঙ্গ বিরাজমান।

ভক্ত-পদরজঃ করিয়া ভূষণ,
হৃদয়েতে ধরি রাতুল চরণ,
রসনায় করি' নাম উচ্চারণ—
ভাবেতে বিভোর প্রাণ।

দেখিতে দেখিতে শ্রীমুখ-কমল,
ভাবের আবেশে হইল বিহ্বল,
দেখায়ে নামের মহিমা প্রবল
কলেবর ত্যজে পুরুষপ্রধান॥

এত নহে মৃত্যু—অনন্ত জীবন!
এ কেবল সুধারস আস্বাদন,
এ ধরায় তাঁর হয় আগমন,
জীবের মঙ্গল করিতে প্রদান।

মানব-জীবন করিতে সফল,
যদি কারো ইচ্ছা হয় হে প্রবল,
হয়ে অকপট, এই চিত্রপট,
তবে চিত্ত-পটে সদা আন।
ভাবিতে ভাবিতে ধ্যানে চিত্রপট,
আসিবেন প্রভু যেন সুপ্রকট,
চিন্ময় ধাম হবে সন্নিকট,
ও সেই নিত্যলীলার স্থান॥
আয়, ভাই, আয়, এ ভাব, নিরখি ;
আয়, ভাই, আয় হৃদয়েতে আঁকি—
হীরক অক্ষরে, অন্তর মাঝারে—
প্রবাহিত হোক্ আনন্দ তুফান॥

রাঙ্গা পা দু'খানি কা'র?

(গীতিকা।)

রাঙ্গা পা দু'খানি কা'র?
শৈব বলে আমার, আমার, শাক্ত বলে মা'র।
বৈষ্ণব বলে বিষ্ণুর চরণ,
সৌর বলে মোর প্রাণধন,
বলে গাণপত্য, "আমার শরণ"
যে যার ভক্ত বলে তার॥

শ্রীরাম যাদের জীবন-রতন,
বলে তারা "এ মোদের চরণ,"
ব্রহ্মশক্তির উপাসকগণ—
জ্যোতির মাঝে বলে আমার॥
একবস্তু ভিন্নাকারে--
বিরাজ করেন সব অন্তরে,
যার মর্য্যাদা যা, দিয়ে তারে,--
(আমি) ভেবেছি গোরা-পদসার॥

রাঙ্গা পা দু'খানি।

(শিশু-জীবনে রাঙ্গা পা দু'খানির প্রভাব প্রকাশ)

শ্রীভগবানের রাতুল চরণযুগলের মাহাত্ম্য, এ শক্তিহীন লেখক, কিয়ৎ পরিমাণে "রাঙ্গা পা দুখানি" গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছে। শিশুজীবনে এই পাদপদ্মের প্রভাব প্রকাশ কিরূপ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াসী হইতেছি।

শ্রীল শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর প্রিয়তম পারিষদগণের মধ্যে একজন। তাঁহারই পুত্র মহানুভব পুরীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহাকে "কবিকর্ণপুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভুর রাঙ্গা পা দুখানির প্রভাব তাঁহার শৈশব অবস্থায় যেরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা এই—

"শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥"

পাদাঙ্গুষ্ঠ লেহনে পরীদাসের হৃদয়ে যে শক্তির সঞ্চার হইল, তাহা অসাধারণ। সেই শক্তির প্রথম উন্মেষের চিহ্ন স্বরূপ, সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালকের মুখে—

"শ্রবসোকুবলয়োক্ষোরঞ্জন মুরসো মহেন্দ্র মণিদাম।
বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥"

অর্থাৎ যিনি বৃন্দাবন-রমণীগণের শ্রবণযুগলের কুবলয়, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিহার এবং নিখিল ভূষণ সেই হরির জয় হউক।

এই অপরূপ শ্লোক বাহির হইয়াছিল।

"সাতবৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥"

বিস্ময়ের কারণই বা কি আছে? প্রভু স্বয়ং যাঁহার হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে বাণীর এইরূপ প্রকটভাব, বয়োধর্ম্মের অপেক্ষা করিতে পারে না। প্রভুর অনুগ্রহ ও কৃপা-দেশেই তিনি অলঙ্কার-কৌস্তুভ, আর্য্যশতক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মহাকাব্য, গণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া ভক্তসমাজে বরণীয় এবং চির-স্মরণীয় হইয়াছেন।

পদকর্ত্তা শ্রীল প্রেমদাস ঠাকুর মহাশয়, পাদাঙ্গুষ্ঠদানে শক্তি সঞ্চারের কাহিনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন; হে পাদ-পদ্ম-মকরন্দ-লোলুপ ভক্তবৃন্দ, একবার তাহার রসাস্বাদন করুন—

"অজ্ঞান-তিমির সুর, মহাকবি কর্ণপুর,
অতি শিশু যখন আছিলা।

প্রভু স্থানে নীলাচলে. গেলা চলি পিতৃকোলে,
নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা ॥
গতি হস্ত জানুযুগে, প্রভু-পাদ-পদ্ম আগে,
আনন্দে করিল পরণাম।
দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট, দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ,
তার মুখে দিলা ভগবান্ ॥
হস্তে ধরি' শ্রীচরণ, অঙ্গুলি চোষেন ঘন,
প্রভুর পার্ষদগণ হাসে।
নিজপুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ মহাসুখী,
ঊর্দ্ধবাহু নাচেন হরিষে ॥
উচ্ছিষ্ট, চরণামৃত, শ্রীচৈতন্য কদাচিত,
নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া. নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া,
আপনে দিলেন কর্ণপুরে ॥
কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা, না পড়ি পণ্ডিত হৈলা,
জানিল সকল শাস্ত্র-নীত।
সপ্তদশ বর্ষ যবে, কাব্য বর্ণিলেন তবে,
নাম তার "চৈতন্য-চরিত" ॥

শ্রীমৎ উদ্ধবদাস ঠাকুর মহাশয়ও কর্ণপুর গোস্বামীর এই পবিত্র কাহিনী এই ভাবে লিখিয়াছেন।

"মহাপ্রভু দয়া কৈলা, পাদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিলা,
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা।
সাত বৎসরের শিশু, আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু,
সেই শক্তি প্রভাবে জন্মিলা ॥

"শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয়" মহাকাব্য গ্রন্থচয়,
রচিলেন কবি কর্ণপুর।
যা শুনি ভক্তি উদয়, নাস্তিকতা নষ্ট হয়,
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর॥
কর্ণপুর গুণ যত, একমুখে কব কত ?
চৈতন্তের বর পুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি' জ্ঞান-চক্ষু দান করি,
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥"

রাঙ্গা পা দুখানির প্রভাবেই প্রভুর অতি প্রিয় পুরীদাস, সারস্বত-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। "রাঙ্গা পা দু'খানির" প্রভাবেই তিনি কবি কর্ণপুর গোস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভক্তমণ্ডলী যে আজ সুধীর সমুদ্র স্বরূপ মধুর গ্রন্থ হইতে অপার্থিব রত্ন লাভ করিয়া অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, ইহা সেই রাঙ্গা পা দুখানির স্পর্শ-জাত ফল। শিশু-জীবনে, আমাদের প্রাণের ঠাকুর আরাধ্য-দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্ম-প্রভাবের পরিচয় পাইয়া আমাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতেছে। ভক্ত কবির "পাদাঙ্গুষ্ঠ দান"—প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া রাঙ্গা পা দু'খানির দিকে চিত্ত প্রধাবিত হইতেছে।

দুর্ভাগ্য আমরা,—দুগ্ধের সাধ ঘোলে মিটিবে কেন ? বার বার পাদাঙ্গুষ্ঠদানে শক্তি-প্রয়োগের কথা পাঠ করি, ভাবি, কোথায় সেই সুধাস্রাবী রাঙ্গা পা দু'খানি ; দেখিবার সৌভাগ্য আমা হেন জীবাধমের হইতে পারে না ; স্বপ্নেও দর্শন ভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। পাদাঙ্গুষ্ঠ-স্মরণে প্রভুর ভাবময় শ্রীমুর্ত্তির

অনুধ্যানে একটা কবিতা লিখিবার চেষ্টা করি ; ইহাতেও যদি হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য আনন্দের পূতধারা শতধারে প্রবাহিত হইতে থাকে।

পদাঙ্গুষ্ঠ! পদাঙ্গুষ্ঠ! কোথা পা দু'খানি ?
কোথা রাঙ্গা পা দু'খানি আনন্দের খনি ॥
কি মধুর পরশেতে কি করিলে দান।
এখনো স্মরিলে নেচে উঠে মোর প্রাণ ॥
পদাঙ্গুষ্ঠ কোন ভাবে বদন মণ্ডলে।
প্রবেশিয়া পুরীদাসে কৃতার্থ করিলে ॥
রাতুল পদ-অঙ্গুষ্ঠ করিয়া লেহন।
ধন্য হল পুরীদাস শিশুর জীবন ॥
পরশ সংযোগগুণে প্রেমের ভাণ্ডার।
খুলে গেল ; কি প্রভাব মাহাত্ম্য তাহার ॥
পদাঙ্গুষ্ঠ ! মনেতে আনিলে পা দু'খানি।
দেখিতে কি পাব না সে সুষমার খনি ?
পদাঙ্গুষ্ঠ পানে মোর কেন হইল আশ।
এ যে বামনের চাঁদ ধরিতে প্রয়াস ॥

ভিক্ষা।

(শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে)

দাও মোরে দিব্য দৃষ্টি হে গৌর সুন্দর !
আঁখি ভরি হেরি তব রূপ মনোহর ॥

দাও কলকণ্ঠ তুলি' সুধামাখা ধ্বনি।
তোমার গুণের গাথা গাই গুণমণি॥
দাও, দাও শুদ্ধচিত্ত, তাহে ভাবরাশি।
সে ভাব-প্রসূনে তব পূজা ভালবাসি॥
দাও, ভকতি-চন্দন আর প্রেম-অশ্রুজল।
দিব, অলক-তিলক ভালে, ধোয়াব পা'তল॥
দাও, অনুরাগের কুঙ্কুম. সে কুঙ্কুম দিয়া।
রাতুল চরণ দুটী দিব হে রঞ্জিয়া॥
দাও, দাও, পদধূলী, মাখিব সর্ব্বাঙ্গে।
আনন্দ-সাগরে আমি ডুবে যাব রঙ্গে॥
তুমি হে করুণাময়, দাও কৃপাকণা।
সেই কৃপাবিন্দু পেয়ে পুরুক্ বাসনা॥
পরাণ উদ্যম-শূন্য, হিয়া হত-বল।
শকতি-সঞ্চারে কর দুর্ব্বলে সবল॥
তোমার করুণা হ'লে মূক্ কথা কয়।
অন্ধ পায় দৃষ্টি শক্তি ওহে দয়াময়॥
সেই ধন দাও মোরে বেশী নহে, অল্প।
যাহার প্রভাবে ইন্দ্র, দাস কোটি-কল্প॥
তুমি নাথ প্রেমময়, ওহে প্রেমসিন্ধু।
কর পূর্ণ সাধ মোর দিয়ে এক বিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেম এক বিন্দু কর বিতরণ।
সে বিন্দুতে আত্মজয় লাগে কতক্ষণ॥
বিন্দু বলে দিগ্বিজয়ী হয় পদানত।
সহস্র ধরণী হয় করতল গত॥

দাও ভক্তি, দাও শক্তি, হে অন্তরযামি!
(যেন) "তোমার গরবে হই গরবিণী আমি ॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ।

চিত্রপটে ও চিত্তপটে।

"ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি।" চৈতন্য চরিতামৃত।

দেখ, ওই যায় গোরা ধাইয়ে।
রাঢ়ে বনপথে, ত্বরিত গতিতে,
প্রেমোন্মাদভাবে মাতিয়ে॥
শুনি প্রাণেশের কাতর আহ্বান,
ছুটে ওই গোরা আকুল পরাণ,
সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি, কি ভাবেতে মজি'
ছুটিছে 'হা নাথ' বলিয়ে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে গোরা যায় এক দিকে,
পাছে ভক্ত-ত্রয় ছুটে অনিমিখে,
প্রাণবল্লভের আকর্ষণ দেখে,—
যায় জ্ঞান-হারা হইয়ে।

বায়ুবেগে গোরার কি দ্রুত গমন,
সাত্ত্বিক ভাবের অদ্ভুত স্ফুরণ,
এ প্রেম-বিকার করিলে ঈক্ষণ,
(ওরে) ঝরে অশ্রু, বক্ষ বাহিয়ে।
একে, রাধা রূপে গোরার তনু কি সুন্দর,
তাহে, রাধার ভাবেতে হিয়া গর গর,
প্রাণনাথ সঙ্গে, মিলিবে সুরঙ্গে,—
তাই, চ'লেছে, চ'লেছে ছুটিয়ে॥
এ কি রে গোরার প্রেমের লক্ষণ,
রাঢ় দেশে হয় ভ্রম বৃন্দাবন,
জাহ্নবীতে হয় যমুনা-দর্শন,
মুগ্ধ হই এ ভাব ভাবিয়ে।
মানস-নয়ন করি' উন্মীলন,—
গৌরাঙ্গের ভাব করি' দরশন,
(শুধু) নহে চিত্রপটে, হেরি চিত্তপটে,
আত্মহারা হই হেরিয়ে।
এখনো রাঢ়ের পথে পদচিহ্ন,
খুঁজিলে মিলিবে চিন্ময় রতন,
করে নিরীক্ষণ ভাগ্যবান জন,
(আমি) আছি যে মায়ায় পড়িয়ে।
চির-প্রাণারাম "রাঙ্গা পা দু'খানি",
যে ভাবে চলিল, কি ক'রে বাখানি?
মানস-মাঝারে, অনুভবে টানি,—
আসি, সুষমার কণা লইয়ে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবেশ

[শ্রীপুরুষোত্তমে, নরেন্দ্র সরোবর-তীরে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহাপ্রভুর যে ভাবাবেশ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একখানি প্রাণা-রাম চিত্রপট সন্দর্শনে লিখিত]

আজি, সরোবর-তীর, হের রে মধুর,
প্রকাশে কি রূপ-ভাতি রে।
জুড়াবে নয়ন, তনু, প্রাণ, মন ;—
ভোর হবে দুঃখ-রাতি রে॥
তরুতলে ওই শোভিত আসনে,
বসিয়া আছেন প্রভু ভক্ত সনে,
প্রেম অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে,—
যেন মুকুতার পাঁতি রে।
ভাগবতপাঠে রত গদাধর,
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রবণে তৎপর ;
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের অন্তর—
উঠেছে পুলকে মাতি'রে।
ব্রজভাবে নিত্যানন্দ মাতোয়ারা,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে হ'ল আত্মহারা,
ছুটে মাধুর্য্যের স্রোত শতধারা,
হও এ ভাবের সাথী রে।

হেরি' এই ভাব, রাজা গজপতি,
ভূতলে লুণ্ঠিত, হরষিত মতি ;
পূর্ণ মনস্কাম, বলে অবিরাম,—
"গৌরাঙ্গ আমার গতি রে।"

ভাবের তরঙ্গে পেখম ধরিয়া,
ময়ূর উঠিছে নাচিয়া, নাচিয়া,
অদূরে বানর লাঙ্গুল তুলিয়া,—
বিকাশে প্রেমের দ্যুতি রে।

অপরূপ এই ছবি মনোহর,
হেরি' না কাহার জুড়ায় অন্তর ?
যদিও পরাণ ঘোর অনুর্ব্বর,
ধরিয়াছে নব কাঁতি [illegible]।

এ ভাব স্মরণে নবীন জীবন,
পাইয়া অধম এ পাতকী জন,
নাগরীর ভাবে, নাগর চরণ—
ধরিল, সানন্দ মতি রে।

যুগল মাধুরী।

সখে !

আমায় বোলো না,—লিখিতে বোলো না,
আঁকিতে আমায় বোলো না।

সেই যুগল-মাধুরীর অপরূপ ছবি—
আঁকিতে আমারে বোলো না ॥
আমি কীটানুকীট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মলিন জীব,
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-জলধির কিছু জানি না ।
আমায় বোলো না, বোলো না ।
যুগলের লীলাবিলাস, অমৃতের পারাবার,
তার কূল নাই. তুলনা নাই, অনন্ত অপার ;
সেই অমিয়-পাথারে ডুবেছে যে, সেই—
বুঝিতে পারে প্রেমের সীমানা ।
আমি বিষয়রসে মত্ত, না জানি লীলাতত্ত্ব ,
অপ্রাকৃত রসের ভাব কোথায় পাব ?
যারা ভক্তিরসে মজিয়াছে,
রাগের ভজন যারা শিখিয়াছে,
কেবল তাদেরি, শুধু তাদেরি আছে জানা ।
যুগল-মাধুরী লিখিতে বোলো না ॥
আমি কিছু জানি না, জানি না রে
ব্রজলীলা-গাথা কিছু জানি না ।
কাম-পরায়ণ জীবাধম আমি কিছু জানি না,—
আমায় লিখিতে বোলো না ॥
সাধু সঙ্গে, ভক্তিগ্রন্থে লীলা-মাধুরীর—
লাবণ্যের স্ফুরণ দেখিবারে পাই ।
(জড়াতীত উপাসনা-রাজ্যে) যা'বার শকতি যে নাই।
আমি মায়াবদ্ধ জীব, কামাবষে জর জর,
সদা আত্ম-সুখে তৎপর ।

আমার ক্ষণিক ভাব আসে,
আবার কোথায় যায় ভেসে,
ভাব আসিলে ভাষা আসে না।
যুগল-মাধুরী লিখিতে বোলো না॥
আমি মনে মনে যে টুক করি অনুভব,
প্রকাশিতে তাহা পারি না।
আমায় বোলো না, ভাই, বোলো না:
মহাজন-বিরচিত পদাবলী অমৃত,
আমি বিজনে, অন্তরঙ্গ জনে,—
যেন সদা পান করি, কর কামনা॥
এ মাধুরী শুধু ভাবিবার,
নহে আঁকিবার, নহে লিখিবার,
সম্যক রূপে নহে বুঝিবার;
যদি বুঝ্‌তে হয় তবে, শ্রীগৌরের চাই—
আগে উপাসনা॥

শ্রীমহাপ্রভুর ভাব-সমাধি।

[গরুড়স্তম্ভ-মূলে মহাপ্রভুর ভাব-সমাধির চিত্রপট
দর্শনে ভাবোচ্ছ্বাস]

"গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।

গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল নেত্রজলে ॥”

শ্রীচরিতামৃত। মধ্য। ২য় পঃ।

আছ কার ভাবে বিভোর হ’য়ে ?
এ যে মহাভাব, কোন্ ভাবিনীর কাছে,—
বল হে এলে শিখিয়ে ॥

কার চাঁদ মুখ করি’ নিরীক্ষণ,
হ’লে মহাভাব-সাগরে মগন,
হ’য়ে বাহ্য হারা, পাগলের পারা,—
বিমোহিত কা’র্ মুখ পানে চেয়ে।

বল কেন নাহি মুখে কোন ভাষ,
শিথিল শ্রীঅঙ্গ, খসে দেহবাস,
আছে কি না আছে, নাশায় নিশ্বাস,
ভকত হতাশ, ভাব নিরখিয়ে।

এ ভাবের তব বালাই লয়ে মরি,
লিখিতে, বলিতে, ভাবিতে শিহরি,
চিত্রপটে ভাবের হেরিয়ে মাধুরী,—
শ্রীচরণ-তলে পড়ি যে লুটিয়ে।

মায়ামুগ্ধ জীব আমি যে অধম,
উছলিত ভাব ধরিতে অক্ষম,
রাঙ্গা পা দু’খানি করিয়ে ঈক্ষণ,
লইলাম শিরে তুলিয়ে।

লাবণ্য-ভূষিত মূর্ত্তি প্রেমঘন,
চিত্রপটে আজি করি' দরশন,
পুলকেতে পূর্ণ, পূত প্রাণ, মন ;
ব'স এ চিত্ত-ফলক জুড়িয়ে।

ভরতের পাদুকা-পূজা।

"আমি চাহি না রাজ্য আর ঐশ্বর্য্য,
রতন-সিংহাসন।
চাহি না শিরেতে পরিতে মুকুট,
মুকুতা-মাণিক-ধন ॥
চাহি না ভোগ-বিলাস দ্রব্য,
চাহি না সুবেশ ভূষা।
চাহি না হর্ম্ম্য অতি সুরম্য ;
স্ব-সুখ, স্বধর্ম্ম নাশা ॥"
এই না ব'লে ভরত আসে,
রাম পাশে বিদায় লয়ে।
শিরোদেশে ধরি' অতি মনোহারী,—
কাঠের পাদুকা দ্বয়ে ॥
কনক মণ্ডিত রতন আসনে
বসায়ে পাদুকাদ্বয়।
ভরত লাগিল করিতে পূজা,
মুখে রব "জয়, জয়" ॥

শ্রীকরযুগলে অতি ধীরে, ধীরে,
(কভু) চামর ব্যজন করে।
মরি কি সুষমা, ছুটিল চৌদিকে,
ভাবের উৎস ঝরে॥
আবার মুণ্ডিত কেশ, তাপস-বেশ
ভরত ছত্রধারী।
রাজবেশ হ'তে সুন্দরতর—
এ বেশ চিত্তহারী॥
নিজে না বসি' রাজার আসনে,
বসা'ল পাদুকা দুটী।
ভ্রাতৃ-ভক্তির মিলে কি তুলনা ?
ভাব্‌টী কি পরিপাটী॥
যে দেশে এমন, ভাব পরকট,
এ হেন পুণ্য-প্রভা।
সে দেশ ধন্য, জগন্মান্য,
শোভার উপর শোভা॥
রাঙ্গা পা দু'খানি, কতই সুন্দর,
ভরত জেনেছে ভাল।
হেরি' চিত্রপট, মোর চিত্ত-পট—
ধরিল নবীন আলো॥

———

ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্।



তপস্যাচরণে মহাভাগ্ ভগীরথ।
ব্রহ্মারে করিয়া তুষ্ট, পূর্ণ-মনোরথ ॥
মোক্ষ-বিধায়িনী মাতা পতিতপাবনী।
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হ'তে আসে সুরধুনী ॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করি'।
পাছে যান ভাগীরথী জগৎ উদ্ধারি' ॥
ঐরাবতে ভাসাইয়া চলে বেগবতী।
হিমালয়ে গোমুখীর দিকে হয় গতি ॥
ভারতে, ভারতী শুনি, করিল প্রবেশ।
ভাগ্যফলে জগতের কল্যাণ অশেষ ॥
গোমুখীর মুখ হ'তে মধুর, মধুর।
পূত বারিধারা ঝরে, ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ ॥



প্রেমের ডালি।



(শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী)

থরে থরে থরে, সাজান ওই শ্রীবৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী।
প্রেম আনন্দে, রসের তরঙ্গে, হিয়া, মন যায় দলি'
মধুর, মধুর, অতি সুমধুর ভাবের উচ্ছ্বাস ছুটে।
অতি বিমোহন কিবা আকর্ষণ, সংসার বন্ধন টুটে ॥

একি ওরে, ভাই, গ্রন্থ সাধারণ ? গ্রন্থরূপে ভগবান।
অতুল মাধুরী বিকাশি' চৌদিকে হতেছে বিরাজমান ॥
মাধুরী, মাধুরী, অতুল মাধুরী, কহিতে বাক্ না সরে।
করিতে করিতে রস আস্বাদন, ডুবে যাই সুগভীরে ॥
প্রতি পত্রে আর প্রতি ছত্রে ওর, যে প্রীতির স্রোত ঝরে।
এ বাহ্য জগতে, তাহা নাহি মিলে, না আছে স্বরগ পুরে ॥
শ্রীভক্তিগ্রন্থের কম কলেবর, যেরূপ দেখিতে পাই।
মধুর ঝঙ্কারে কেবা যেন বলে, "তার, জগতে তুলনা নাই ॥"
পড়িতে পড়িতে ভকতি গ্রন্থ, শ্রবণে যে আসে ধ্বনি।
মনে হয় তাহা, শ্যামের শ্রীমুখে বাঁশীর সুস্বর শুনি ॥
কলসে কলসে অমৃত উঠে, এ সব গ্রন্থের মুখে।
অঞ্জলি পূরিয়ে, পিয়ে ওরে ভাই, কাটাও জনম সুখে ॥
বহু ভাগ্য বলে, এ মহীমণ্ডলে, পেয়েছ জনম ভাল।
আঁধার ছাড়িয়া, প্রেমের আলোকে, জীবন করহে আলো ॥
প্রেমের ডালি, করেতে ধরি' কত ভক্ত ওই ডাকে।
নয়ন মেলিয়া, দেখিলে চাহিয়া, দুঃখ শোক নাহি থাকে ॥
প্রেমের আধার প্রাণের ঠাকুর ; ধন্য তার ঠাকুরাণী।
আর প্রেমাধার, এই সব গ্রন্থ, এইত "প্রেমের ডালি" ॥

হতাশের আত্ম-নিবেদন।



বলিবার কিছু নাই, শুধু বলি, শুধু বলি—
"নাথ, দয়া কর মোরে"।
আমি পাপী, আমি তাপী আমি অপরাধী,
দয়া কর দারুণ সংসারে॥
চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড, অন্তরে বিষের ভাণ্ড,
কোথা যাই, কোথা যাই, শান্তি কোথা পাই,
জুড়াব কোথায় কি প্রকারে?
এস নাথ, হৃদি সিংহাসনে, ব'স ব'স, যুগল মিলনে,
শোক-দগ্ধ হিয়া খানি মোর, প্রাণনাথ, ওহে চিতচোর,
শান্ত হোক্, শান্ত হোক্, এস দয়া ক'রে।
দীন-সখা, তুমি নাথ, দীনে কর দৃষ্টিপাত,
কর, কর, এ অধম ডাকিছে তোমারে।
শুন নাথ হৃদয়ের কথা, বুঝ মোর মরমের ব্যথা,
কে বুঝিবে তোমা বিনা, কে ঘুচাবে এ যাতনা,
সান্ত্বনার সুধাধারা কে দিবে অন্তরে॥
চোখা চোখা বাণে ক্ষত, হইয়াছে দেখ কত,
নয়নেতে তপ্ত-অশ্রু অবিরত ঝরে।
দেখিতে কি নাহি পাও থাকিয়ে অন্তরে॥
সব জান তুমি অন্তর্যামী, সব দেখ সর্ব্বচক্ষুঃ তুমি,
তবে কেন দুর্নিবার, এ যন্ত্রণা, হাহাকার—
উঠে হৃদে, ভবিষ্যের কি মঙ্গল তরে?

নীরব, নীরব এবার, বলিব না কিছু আর।
যা, মনে থাকে তোমার, পূর্ণ তাই হোক্, দীন
বলিছে কাতরে ॥

দয়াময়!

—*—

(পতিতের গান)

আমি এসেছি দয়াল জেনে।
আমার ভরসা সব ফরসা হ'ল,—
আশা, ডেকে লও নিজগুণে ॥
মোর কি আছে সম্বল, দিব তোমায় বল ?
নাহি দিবার মত কিছু জীবনে ॥
দিগধ হৃদয়, তাপিত পরাণ,
অতি বিভীষণ যেন রে শ্মশান ;
শ্মশানেতে তব হ'লে অধিষ্ঠান,
ধন্য হবে এ দীনজনে।
প্রেম-অশ্রু আমি কোথায় পাইব ?
দিয়ে প্রীতি সহ রাঙ্গা পা পূজিব,
দুঃখের অনল জ্বলে অবিরল,
জ্বালা জুড়াবে কে তোমা বিনে ?
দয়া পাইবার পাত্র আমি বটে,
(তাই) বড় আশা ক'রে, এসেছি নিকটে,

অভীষ্ট পূরণ, কর হে এখন,
আর ফেলো না ঘোর তুফানে ॥
পতিতের বল আর কেবা আছে ?
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, সব মিছে ;
গৌর দয়াময়! দাও হে আশ্রয়—
দাও, দাও, শ্রীচরণে।
আমি, এসেছি দয়াল জেনে ;...

শ্রীপদচিহ্ন।

[আডমস্ পীক্, শ্রীপাদ পর্ব্বত বা সমন্তকূট (৭৫০০ ফিট উচ্চ) শিখরের উপর একটি বৃহৎ পদচিহ্ন—বিদ্যমান্ আছে। শৈব তামিলগণ বলেন, "এটী মহাদেবের পদচিহ্ন। রাবণবধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র ইহার পূজা করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ইহা বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন। মুসলমানগণ ইহাকে আদামের পদচিহ্ন বলিয়া দাবী করেন। পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টানগণ, সেণ্ট্ টমাসের পদচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। সর্ব্বাবলম্বীই ইহার পূজা করিয়া থাকেন। প্রবাসী]

ও শ্রীপদচিহ্ন কা'র ?
অচলের শিরে, প্রাণ মন হরে, মরি, মরি, কি বাহার !!
শিব-পদ-চিহ্ন বলে শৈবগণ,
রাম-ভক্ত ভাবে ভবারাধ্য ধন,

বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন, বলে বৌদ্ধগণ,—
প্রেমের আনন্দে হ'য়ে মাতোয়ার।
আদমের চিহ্ন, বলে মুসলমানে,
সাধু টমাসের, বলিছে খৃষ্টানে,
কোন্ শক্তি-বলে, সবার প্রাণ টানে,—
সর্ব্ব-ধর্ম্মী বলে "আমার, আমার।"
হউক না এই মত ভিন্ন ভিন্ন,
যাঁহারই হউক্ এ শ্রীপদচিহ্ন,
চিত্রপটে হেরি, 'পা দু'খানি স্মরি'
প্রেমে হ'ল পূর্ণ হৃদয়-আগার।
সেই, পরম আরাধ্য রাঙ্গা পা দু'খানি,
যাঁহার মহিমা বর্ণিতে না জানি,
এই চিহ্ন তাঁরি! যাই বলিহারি !!
উদ্দেশে প্রণাম কোটী কোটী বার ॥

তাঁরে ডাকো।

তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো।
প্রাণ-মন এক হ'য়ে, ভাই, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো ॥
পতিত-পাবন—দয়াল হরি;
যদি পাপ ক'রে থাকো,
পাপের কথা স্বীকার ক'রে,—
বল "পতিত জনে রাখো ॥"

নাম-নামীতে না আছে ভেদ, এই ভাব হৃদে মাখো।
ভুলে যেও না রে,
সংসার মায়ায় ভুলে থেকো না রে,
স্ব-ভাবেতে স্থিরভাবে ভাই, আপন ঘরে থাকো।
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো ॥
দেখিতে পাবে রে—
সেই অপরূপ রূপ হেরি' হিয়া জুড়াবে রে ;
আছে অন্তরের ধন অন্তরেতে,
ডুব্ দিয়ে তাঁরে দেখো।
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকে ॥
হতাশ হ'য়ো না রে, আশা ছেড়ো না রে,—
বিশ্বাসের আলো হাতে ল'য়ে, ধীরে চল্‌তে থাকো।
ডাক্‌তে, ডাক্‌তে, পাবে সাড়া, ভয়ত রবে না' কো ॥
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো ॥

বিন্দুর সন্ধান।

"শুদ্ধ প্রেম সুখ-সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥"
শ্রীচৈঃ চঃ ২য় পঃ।

এক বিন্দু, বেশী নয়—কেবল এক! বিন্দু কোথায় মিলে এই এক বিন্দু ? হায়! কে আমায় বলিয়া দিবে,—এক বিন্দু কৃষ্ণ-প্রেম কোথায় পাওয়া যায় ? যে বিন্দুতে জগৎ ডুবে, সেই এক বিন্দুর সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে গো ? এক বিন্দুর এত শক্তি-সামর্থ্য! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অসম্ভব কথা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কবির মুখে, ভক্তের মুখে,—সাধন-সিদ্ধ - মহাপুরুষের মুখে, শুনিয়া থাকি "এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।" বুঝিতে ত পারি না,— এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে আমি ত পারি না ; এস, কে আমার বন্ধু আছ, বলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও, কিরূপ এ এক বিন্দু,—কেমন ইহার শক্তি, কোথায় তাহার সন্ধান মিলে ?

মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া পিপাসিত-কণ্ঠে চাতক বলিতেছে "ফটী—ক জল" "ফটী—ক জল।" চাতকের এ আশা পূর্ণ হইবে। কেন না, সে মাটীর সংসার ছাড়িয়া, অনন্ত গগনে ছুটিয়া মেঘের কাছে গিয়াছে। শীঘ্রই তাহার সাধ পূর্ণ হইবে।

আমিও এই চাতকের ন্যায় "প্রেম বিন্দু"—"প্রেম বিন্দু" রব তুলিয়া চীৎকার করিতেছি। তুলিয়াছি মধুর স্বর, কিন্তু গৃহবাসে আবদ্ধ থাকিয়া। অষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ আমি,— ঐ চাতকের মত মুক্ত-পক্ষ হইতে ত আমি পারি নাই, পারিবার আশাও নাই। পিঞ্জরে আবদ্ধ, বিমলিন-চিত্ত পক্ষীর ন্যায় আমি গৃহ-পিঞ্জরে বন্দী থাকিয়া অনন্তের স্বপ্ন দেখিতেছি, আর থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছি,—"এক বিন্দু"—"এক বিন্দু"। কোথায় এক বিন্দু মিলে ? অহো! আমার এ আশা কি অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে ?

কোথায় সেই বিন্দু মিলে ?
যে বিন্দুতে জগত ডুবে, হৃদয়-সিন্ধু উথলে॥

এক বিন্দু পাই যদি,
করি তারে হৃদয়নিধি,
পান করি ভাই নিরবধি,—
স্বর্গের সুধা ভূতলে।
ভক্ত আর শ্রীভগবান্,
জেনেছি উভয়ে সমান,
(হ'য়ে) তাঁদের কাছে আকুল-প্রাণ,
এক বিন্দু চাই কুতূহলে।
তাঁরা যে অপার সিন্ধু ;
আমি চাই শুধু এক বিন্দু,
এক বিন্দু কি মিল্‌বে কভু,
কর্ম্মগুণে, ভাগ্যফলে ?

পিঁপড়ার পাখা হয় রে যেমন,
ছেঁড়া কাঁথায় টাকার স্বপন,
এ আশা মোর পক্ষে তেমন,
ভুলে আছি মায়ার খেলে।
এ যে বিষম মায়ার বিকার,
এ ঘোর বিকার কাট্‌বে কি আর ?
দুর্দ্দিনের এ গভীর আঁধার—
যাবে কি দূরেতে চলে ?
কোথায় সেই বিন্দু মিলে ?

হে আমার প্রেম-চিন্তামণির-ধনী দাতার শিরোমণি মহাপ্রভু! তোমার ভাণ্ডারে গুপ্ত ভাবসিন্ধু বর্ত্তমান। স্বয়ং ব্রহ্মা উহার এক বিন্দু লাভ করিবার জন্য লালায়িত। অহো, এরূপ

আনন্দের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, যেদিন তুমি ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে,—ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে এ অপরূপ প্রেম-সম্পত্তি অকাতরে বিতরণ করিয়াছ। দুর্দ্দৈব বশে,—স্বকর্ম্ম-জনিত নিদারুণ কর্ম্মফলে, তৎকালে জন্মগ্রহণ না করিয়া সেই পরম প্রিয় ভক্ত-জনমণ্ডলির সুখাস্বাদ্য প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু পাইবার জন্য আমি আজ তৃষিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া আছি। বল মিলিবে কি? যদি মিলিবে,—তবে কোথায়—কি উপায়ে? বলিয়া দাও প্রভো!

শ্রীভগবান্ কল্যাণময়। তাই, দীনের পিপাসা বুঝিয়া বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। গুরুরূপে ভক্তরূপে তিনি আমার প্রতি অপার করুণা করিয়া, এ সন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। ধন্য তাঁর প্রেম। গুরুরূপে তিনিই সিদ্ধ-যুগল-মন্ত্র দিয়া, আমায় বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কলির চক্রে আর আমার কর্ম্মদোষে মন্ত্রের সাধন হইতেছে কই?

আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ আছি, আর বুটের ছাতু খাইয়া, অনন্তের স্বপ্ন দেখিতেছি। হায়! মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় স্বাধীন হইয়া অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার সুবিধা আর কোথায়? এই বিষয় ভাবিতেছি—এমন সময়ে শিক্ষা-শ্লোকের একটী শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং প্রাণ স্পর্শ করিল। উহাতে হৃদয় আশ্বস্ত হইল। সেই প্রাণারাম, সুমধুর শ্লোক এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥"

ইহার ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া বুঝিলাম, আমার চিন্তা

অনর্থক। ইহাই আমার অভীপ্সিত বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিতেছে। ঠিক্ এই সময়ে, কোন মহানুভব, প্রেমিকভক্ত, দীন হীনের এ কাতরধ্বনি শুনিয়া প্রাণের আবেগে উপদেশচ্ছলে বলিয়া-দিলেন—"ভাই, পিঞ্জরে থাক, ক্ষতি নাই ? বুটের ছাতু সময় মত খাইতে পাও, বা না পাও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না ; কিন্তু দেখো ভাই যেন বুলি ছাড়িও না, এই বুলি ধরিয়াই তোমার অভীষ্ট বিন্দুর সন্ধান পাইবে। সেই বুলি কি ?

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

আর একজন পাগল ভক্ত বলিয়াছেন, প্রাণ-বল্লভের পদে প্রাণ সঁপিয়া দেওয়াই যথার্থ স্বাধীনতা। যতদিন লোকে কৃষ্ণ ভুলে থাকে, তত দিনই সে বদ্ধ, সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলে আর সে পিঞ্জরের পক্ষী নয়, সে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম। পাগলের এ কথাতেও বিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়। আবার, গ্রন্থরূপে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া রাঙ্গা পা দু'খানি—প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বিন্দুর সন্ধান এই ভাবে বলিয়া দিতেছেন ঃ—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হৈয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ পরিচ্ছেদ।

হায়! বহির্ম্মুখ জীব আমি; বিন্দুর সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু কই, উহা তো হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। জানি না, দুর্দ্দৈব ঘুচিবে কবে? কবে প্রভুর দয়া হইবে? এমন সন্ধান পাইয়াও ধরিতে পারিলাম না,—ধরি, ধরি, সেই অধর চাঁদের ধরা পাইলাম না। কি কর্ম্মচক্র! অহো! লীলাময়ের ইহা এক বিচিত্র লীলা!! জানি না, বুঝি না কবে, কোন্ শক্তি বলে, এই একবিন্দুর অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব? পারিব কি? আকাশ-কুসুম স্বপ্নবৎ! পাগলের প্রলাপই বটে।

পাদোদ্ভবা।

ওমা গঙ্গে! তুমি সর্ব্ব কলুষনাশিনী,
জগতের শুভ তরে জনম তোমার।
ভাগীরথী মর্ত্ত্যে আর স্বর্গে মন্দাকিনী,
পাতালেতে ভোগবতী নামেতে প্রচার॥
কেহ বলে সুরধুনী, কেহ বা ত্রিস্রোতা,
কেহ বা জাহ্নবী নামে করে গো আহ্বান,
ত্রিপথগা নামে কারো কাছে বা আখ্যাতা;
কেহ বা স্বর্ণদী বলি' জুড়ায় পরাণ।
যার যাহে অভিরুচি বলুক্ সে নাম;
সকলি তোমার যোগ্য, না আছে সংশয়।

আমি ভালবাসি, আর বলি অবিরাম,
পাদোদ্ভবা, পাদোদ্ভবা নাম মধুময়।
রাঙ্গা পা দু'খানি চির আরাধ্য আমার।
(তাই) ভাল লাগে "পাদোদ্ভবা" নাম সুধাধার ॥

পিপাসিত।

(গীতিকা।)

আমি আছি যে চেয়ে।
তুমি আসিবে বলিয়ে, হে প্রাণবল্লভ!
(আছি) হৃদাসন বিছাইয়ে ॥
কবে হবে তব শুভ আগমন?
পরাণের সাধ হইবে পূরণ;
প্রেমানন্দে পূর্ণ হবে তনু মন,—
রাঙ্গা পা দু'খানির পরশ পেয়ে।
আশা পথে চেয়ে আর কতদিন,
এ ভাবেতে রব হইয়ে মলিন?
মম অভিলাষ, ওহে পীতবাস!
মিটাইবে দেখা দিয়ে।
তুমি অন্তর্যামী, সকলিত জান,
প্রবল পিয়াসে রেখেছি পরাণ,
না কর হে যদি করুণা প্রদান,
কণ্ঠ যাবে শুকাইয়ে।

বামে রাধা ল'য়ে হে বংশীবদন !
হৃদয় মাঝে বারেক দাও দরশন ;
যুগল-মাধুরী করি' আস্বাদন—
(যাই) আনন্দ-সাগরে ডুবিয়ে।
প্রেমের অঞ্জলি ল'য়ে দুটী করে,
সখীর অনুগা থাকিয়ে অদূরে,
করি সমর্পণ যুগল চরণে—
ধন্য হই সেবা লইয়ে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

(গীতি-কবিতা।)

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ॥"
কণ্ঠহারের মধ্যমণিটী সুন্দর দ্যুতিমান্।
তারকার মাঝে, ফুল্ল শশধর, জুড়ায় নয়ন প্রাণ ॥
সুরপুরে নানাদেবতা বেষ্টিত, শোভে কিবা আখণ্ডল।
নৃপতির শিরে হেরি কোহিনুরে করে তাহা ঝল্‌মল্ ॥
সরিৎকুলের গরিষ্ঠ গঙ্গা পতিতপাবনী নাম।
পাদপদ্ম হ'তে বাহির হইয়ে পূত করে কত ধাম ॥
হিমের আলয় ধন্য হিমালয় নগরাজ ব'লে ধন্য।
ধীর গম্ভীর, পরম যোগীর, প্রকাশে ভাবের চিহ্ন ॥

সরোবর-নীরে পত্র-বেষ্টিত অস্ফুট কুসুম মাঝে।
সুন্দর-বর-ফুল্লকমল, আহা মরি! কত সাজে॥
সতী-শিরোমণি সহধর্ম্মিণীর সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু।
ললিত কুন্তল, কৃষ্ণসাগর মথি' উঠে যেন ইন্দু॥
শঙ্করবুকে রাতুল চরণ, বড়ই মানসলোভা।
সখিগণ মাঝে, কিশোর-কিশোরী, কি বলিব তার শোভা॥
যোগীদের মাঝে মহাদেব যোগী সকল যোগীর মান্য।
শিবোঽহং শিবোঽহং রব উঠিতেছে ভেদি' শূন্য॥
জ্ঞানী চাহি আছে ব্রহ্মের পানে জ্যোতিঃ হেরি আত্মহারা।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে স্বয়ং ভগবান্, ফেলিতেছে অশ্রুধারা॥
গ্রন্থখানি মাঝে নানারত্ন শোভে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণি' কারে?
"শ্রীচরিতামৃত" যেন দুগ্ধসার কে যেন বলিল মোরে॥
ভাব-প্রেমরস-পুষ্ট কলেবর শ্রীচরিতামৃতখানি।
(তাই) শিরঃ পরশিয়ে, নিয়েছি হৃদয়ে, মহারত্ন জ্ঞানে টানি॥
"রাঙ্গা পা দু'খানি" মধুর উজ্জ্বল হেরিতে যাহার সাধ।
সাধু গুরু কাছে "চরিতামৃতের" করুক সে রসাস্বাদ॥

মনের মানুষ।



(প্রথম উচ্ছ্বাস।)

(১)

এ সংসারে চারিধারে তন্ন তন্ন করে,
খুঁজিলাম নানাস্থান আকুল হইয়া,—

একজন আপনার, দেখিবার তরে,
বাসনার তীব্রবেগে, ছুটিয়া ছুটিয়া।
কিন্তু হায়! বৃথা, বৃথা এ প্রয়াস মোর;
সমুদ্র-মন্থনে, উঠেছিল বিষরাশি;
সেইরূপ হলাহল—সম সর্ব্বনাশী—
চিন্তা-বিষে হ'ল হিয়া, জর জর মোর।
নীলকণ্ঠ হ'য়ে বিষ করিলাম পান।
নীলকণ্ঠ সম প্রাণ না গেল গরলে,
এখনও বাঁচিয়া আছি: কিন্তু দুঃখানলে—
প্রাণ মোর হইয়াছে, যেন রে শ্মশান।
মনের মানুষ মিলা, এ জগতে দায়।
এ দুঃখ বলিব কারে? কেবা শুনে হায়!

(২)

মনের মানুষ যদি পাইতাম আমি,
তবে কিরে দুঃখ তাপ থাকিত আমার;
তবে কিরে সর্ব্বেশ্বর—বিধি অন্তর্যামী
শুনিত এ পরাণের ঘোর হাহাকার!
মনের মানুষ এক পাইলে এ দেশে—
দুজনে বিরলে বসি' ফুল্ল জোছনায়,
নীরব নিশীথ-কোলে প্রাণের উল্লাসে—
গাইতাম গীত, ভুলি' শোক যাতনায়।
তাহ'লে কি সংসারের সুতীব্র চাহনি—
আকুল করিত মোরে, জলদের আড়ে—

বজ্র সম লুকাইয়া, তীক্ষ্ণ শেল হানি'—
ভীষণ নির্ঘোষে যেন দন্ত কড়মড়ে ?
মনের মানুষ পেলে অমৃত নির্ঝর—
বহিত এ শুষ্ক মোর প্রাণে নিরন্তর ॥
পরাণেতে জাগিতেছে অনন্ত পিয়াস,
মনের মানুষ এক, পাইতে কেবল।
কেবল একটী ভাই, নহে দুটী আশ,
আকাশ-কুসুম অহো, এ যে রে বিফল।
অনন্ত সিন্ধুর মাঝে একবিন্দু চাই ;
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য মোর, কি দুঃখ আমার,
এ জগতে বিন্দু নাহি মিলে কোন ঠাঁই।
ভাগ্যদোষে সুখ মোর ধরে দুঃখাকার।
নীরবে উঠিছে শশী, ফুটে তারাগণ,
নীরবে উঠিয়া রবি, ধীরে ধীরে যায় ;
তারাও নীরবে যেন, খুঁজে একজন,—
না পাইয়ে বিগলিন জলদের গায়।
কর্ত্তব্যের পথে আমি তাদেরি মতন,
ছুটিছি নীরবে, খুঁজি কোথা নিজধন ॥

সুন্দর কি ?

তিল তিল সৌন্দর্য্য-সংগ্রহ করিয়া বিধাতা যেরূপ তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তু

হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব কোমলতাময় ও মাধুর্য্যময় হৃদয় নির্ম্মাণ করিতেছেন, **তিনি কেমন সুন্দর ?**

বিবিধ পুষ্প হইতে মধু-সঞ্চয় করিয়া মধুকর যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানী মাত্রেরই নিকট হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া নিজ চরিত্রবলের বৃদ্ধি ও জ্ঞানোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, **তিনি কেমন সুন্দর ?**

পরমপিতাই যাঁহার জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, ধর্ম্মসাধনই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, যাঁহার হৃদয় ঈশ্বর বিশ্বাসের সাহস ও দৃঢ়তায় পূর্ণ, **তিনি কেমন সুন্দর ?**

যাঁহার হৃদয় শরৎকালীন শশধরের ন্যায় অথবা পঙ্কিলতা-বিহীন সরোবরের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইয়াছে এবং যাঁহার বদনমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে নিরন্তর প্রভাসিত হইতেছে, **তিনি কেমন সুন্দর !**

যিনি জীব-হিত-ব্রতে অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, পরাশ্রু-দর্শনে নিজ অশ্রুজল সম্বরণ করিতে না পারিয়া, যিনি পরদুঃখ নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর, সেই পরদুঃখকাতর, সহৃদয় ব্যক্তির লোচনদ্বয় কেমন অতুল-সুধা-রস-পূর্ণ !! **তিনি কেমন সুন্দর !**

"Virtue though in rags, will keep me worm" মনে করিয়া যিনি এ সংসারে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে প্রপীড়িত হইলেও অধর্ম্মের নিকট আত্ম-বিক্রয়ে সাহস পান না, **তিনি কেমন সুন্দর !**

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যিনি সেই মঙ্গলময়ের কোমল

হস্তের ছায়া,—দুঃখের ভিতর সুখের প্রতিবিম্ব,—নিরাশার মধ্যে আশার আলোক,—অন্ধকারের মধ্যেও এক রহস্যময় স্বর্গীয় আলোক-সঞ্চার দেখিতে পান, তাঁহার হৃদয় কেমন মনোহর! **তিনি কেমন সুন্দর !**

যাঁহার হৃদয়, প্রীতি ও পবিত্রতার নিত্যলীলা-নিকেতন, সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশেই যাঁহার পরম তৃপ্তিলাভ,—যাঁহার আত্ম-পর ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, জগতের সকলই যাঁহার কুটুম্ব স্বরূপ, নীচ অভদ্র ব্যক্তিও যাঁহার সহিত সদালাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া থাকে, সেই ন্যায়পর মহৎ ব্যক্তির হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কি মনোহর! **তিনি কেমন সুন্দর ?**

কুচিন্তা ও কুভাব যাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় না, দেব-ভাবের অমৃত সিঞ্চনে যাঁহার হৃদয় সততই অভিষিক্ত, ভ্রমবশতঃ কেহ নিন্দা ও অপমানের ধূলি নিক্ষেপ করিলেও যিনি তাঁহাকে "এস ভাই" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দেন, **তিনি কেমন সুন্দর ?**

রমণীমাত্রেই মহাশক্তির অংশ বুঝিয়া যিনি তাঁহাদিগকে পবিত্রতার চক্ষে সতত নিরীক্ষণ করেন, অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্রেই যাঁহার কন্যা স্বরূপা, প্রাপ্তবয়স্কা রমণী মাত্রেই যাঁহার ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়া, পরশ্রীকাতরতারূপ মহাব্যাধি যাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে সাহস করে না, তাঁহার হৃদয়খানি **কেমন সুন্দর ?**

যিনি সংসারের জীব হইয়া সংসার পরিত্যাগ না করিয়াই নিস্পৃহ থাকিয়া, সংসারের ভীষণ রণে জয়লাভ করিতেছেন,—

ধূলিময় সংসারের ধূলি লাগিলেও,—কণ্টকময় পথে কণ্টকবিদ্ধ হইলেও, যিনি তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই হাস্যমুখে জগদীশ্বরের কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাঁহার বাহিরের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইলেও.—শরীর স্থূল কোমল না থাকিলেও,—তাঁহার দেহ চন্দনচর্চ্চিত ও সুন্দর বসনভূষণে বিভূষিত না হইলেও অন্তরের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহার মুখখানি **কেমন সুন্দর** !!

সে সৌন্দর্য্যের নিকট প্রভাকরের করপ্রভা সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের চিত্তহারিণী শোভা—শশধরের অমল-ধবল-রশ্মি · প্রফুল্ল গোলাপের সুষমা-ভাতি—বাল-তপনের কিরণোদ্ভাসিত সুবিমল-সলিল-তরঙ্গ নিশ্চয়ই মলিন বলিয়া বোধ হয়। সে সৌন্দর্য্যের নিকট শিশুর চাঁদমুখের হাসির ছটা এবং সুন্দরী রমণীর রমণীয় মুখ-সৌন্দর্য্যও পরাভূত হইয়া যায়।

এস, সকলে এরূপ সুন্দর হইতে সচেষ্ট হই! এইরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে অগ্রসর হই।

এই সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে করিতে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর. প্রাণের পরম আরাধ্যদেবতা সেই চির-সুন্দরকে পাইবার জন্য যখন আমাদের ব্যাকুল ভাব আসিবে. যখন এই তীব্র লালসার সহিত সেই প্রাণবল্লভকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকিব—

"হে চির-সুন্দর, কম-কলেবর,
এস হে মম হৃদয়ে।
আমি, তোমার লাগিয়ে, পিপাসিত বড়,
আছি, আকুল পরাণে চা'হিয়ে॥"

তখন তিনি, স্থির থাকিতে পারিবেন না। উপযুক্ত আসন

বুঝিয়া, চারিদিক্ সৌন্দর্য্যের মহিমা-ছটায় আলোকিত করিয়া, অমৃতের মহাপ্রসাদ হস্তে লইয়া, তিনি, লাবণ্যমণ্ডিত হাস্যময় মুখখানি ও সুধার অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ রাঙ্গা পা দু'খানির সৌরভ বিস্তারিত করিতে করিতে, রূপের দীপ্ত ঘটায় আমাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিবেন। তখন, সৌন্দর্য্যের উপাসনা, সিদ্ধিলাভ করিবে। অমৃত-প্রসাদ ভক্ষণে চরিতার্থ হইয়া তখন আমরা প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, বাহু তুলিয়া বলিতে থাকিব, "সত্যং শিবম্ সুন্দরম্"।

পাগল।

—•—

গোরার মতন এমন পাগল, হেরেছ কি ভাই জীবনে?
আছে অবিরত, বিভোর হইয়ে, কার্ যে কি ভাব স্মরণে॥
অজস্র ধারেতে ঝরে দুনয়ন,
সোণার শরীর ভূতলে পতন,
বলে' নাম লও, ভ্রান্ত জীবগণ!
"হরি, হরি বল বদনে।"
এ কিরে পাগল, এতই বি—মন,
বিমানের দিকে করি' নিরীক্ষণ,
"এই বুঝি মোর পরাণের ধন"—
বলিয়া ধাইছে কেমনে!
চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন জ্ঞান,
এ কিরে গোরার উদ্‌ভ্রান্ত পরাণ,

ভাবে ভাগীরথী যমুনা সমান,
গোরার এ কিরূপ ভাব কে জানে ?
মলিন জীবের উদ্ধারের তরে,
অনর্পিত প্রেম বিলাতে জীবেরে,
সংসারের সুখ সব রাখি দূরে
ছুটে গিরি নীলাচল পানে।
হের কিবা ওই উদ্দণ্ড নর্ত্তন,
বুঝি না কাহার ভাবেতে মগন,
সহসা একিরে ভূমিতে শয়ন,
কি জানি গোরার ভাব কি মনে !
একিরে পাগল সমুদ্রের নীরে,
গোরার শ্রীঅঙ্গ ডুবিল গভীরে,
পাগল না হ'লে কে এমন করে ?
বাহ্য-জ্ঞান-হীন ভুবনে।
তোমারে হেরিয়ে বিষম পাগল,
কত ধনি-পুত্র কৌপীন-সম্বল —
হইয়া, রাধার প্রেমের কি বল—
দেখা'ল জগৎ-জনে।
আজি আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন,
প্রেমের বন্ধন হ'ল বড় ক্ষীণ.
বিলাসিতা পাপে বড়ই মলিন,
উদ্ধার সংযম প্রদানে।
অহংজ্ঞানে মোরা হ'য়ে আত্মহারা,
পাগলে না চিনি এ কেমন ধারা।

তাই বিষাদের তপ্ত অশ্রুধারা—
প্রবাহিত হয় নয়নে।
কুশিক্ষা নেশায় হ'য়েছি মাতাল,
জানি না এ ভাবে আর কতকাল,—
যাইবে, সহিব এ জ্বালা জঞ্জাল,
সু-দিন আসিবে জীবনে ?
(কবে) আবার গোরারে প্রকট দেখিব,
বিশ্বোদার ভাবে প্রমত্ত হইব,
প্রেম আলিঙ্গনে সকলে বাঁধিব,
ভ্রমিব আনন্দ-কাননে ?

রাঙ্গা পা দু'খানি।

(অনুতাপ।)

পরাণের ধন ছিল পরাণেতে,
কেন বা বাহিরে আনিলাম ?
অন্তর হইতে অন্তরেতে আনি'—
মহা অপরাধ বুঝি করিলাম।
এ যে নিদারুণ কঠোর সংসার,
সদা রসহীন মরুর আকার,
চারিধারে হেরি ভাবের বিকার,
ক্ষণতরে নাহি ভাবিলাম।

অপরাধের আজ ক্ষমা ভিক্ষা করি,
হৃদয়ের ধন, হৃদয়েতে ধরি,
শ্রীনামের গানে, শ্রীরূপ স্মরণে,
মানসে নব ভাবে বসিলাম ॥
নবনী-কোমল যুগল চরণ,
সে কি ওরে ভাই বাহিরের ধন ?
শুধু ধ্যান-যোগ্য, শুদ্ধ চিত-ভোগ্য,
এতদিনে ভাল বুঝিলাম।
বিদ্রূপের নহে, অমূল্য রতন,
বিষয়ী না বুঝে এ বা কোন্ ধন ;
চিন্ময়-ভাবেতে শ্রীঅঙ্গ গঠন,—
এতদিনে তাহা জানিলাম ॥

রাঙ্গা পা দু'খানি।

(পৈতৃক-সম্পত্তি।)

পিতা মোর ভাগ্যবান, সত্যনিষ্ঠ, মহাপ্রাণ,
মহাদর্শ পুণ্যের আধার।
গোলোকে গেলেন চলি, সংসারে আমারে ফেলি,
সম্পত্তি কি পাইলাম তাঁর ?
"তৃণাদপি" শ্লোক তাঁর, ছিল যেন কণ্ঠহার,
ভকতের সদা কাম্যধন।

বাহিরেতে সৌম্য মূর্ত্তি, ভিতরে ভাবের স্ফূর্ত্তি—
করিতাম তাই দরশন ॥
ঈশ-পদ লক্ষ্য করি', বাল্যকাল হ'তে ধীরি,
চলিলেন কর্ম্মের সংসারে।
শেষ সব মায়া ত্যজি' শুধুই শ্রীনাম ভজি',
প্রস্তুত শেষের দিন তরে ॥
সদ্‌গুণের পূর্ণাধার, অপূর্ব্ব সুধা-ভাণ্ডার,
ছিল তাঁর হৃদয় সুন্দর।
হেন পিতৃদেব মোরে, কি ধন দিলেন ওরে,
শুন বাণী অতি মনোহর ॥
কিবা অপরূপ ধন, মহামূল্য কি রতন,
নাম তার রাঙ্গা পা দু'খানি।
এ ধন অসার নয়, অপ্রাকৃত ভাবময়;
কল্পতরু, লাবণ্যের খনি ॥
এ ধন থাকিলে পরে, কি অভাব এ সংসারে ?
সুখ, শান্তি রবে কর-তলে।
কর, ভাই, আশীর্ব্বাদ, যেন না ঘটে প্রমাদ,
অপরাধ না ঘটে কপালে ॥
পিতৃদত্ত মহাধন— যুগলের শ্রীচরণ,
রাখি বুকে অতীব যতনে।
"পিতৃপুণ্যে পুত্রের জয়", এ কথা ত মিথ্যা নয়,
ভরসা যে ইহাই জীবনে ॥

হৃদয়োচ্ছ্বাস।



[শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "প্রার্থনা" পাঠে]

স্বরগের কোন্ ফুলে, সযতনে তুমি—
গাঁথিয়া রেখেছ মালা, ওহে নরোত্তম !
পুলকে পূরিত হিয়া, আত্মহারা আমি ;
মধুময় এ প্রার্থনা কর মনোরম।

কোন্ ভাব-উদ্যানের প্রফুল্ল প্রসূনে,—
গাঁথিয়াছ প্রেমানন্দে এ সুন্দর হার ?
দীন হীন অধমের অভক্তের প্রাণে,
কি মদিরা ঢালি দিছে, সৌরভ তাহার !
এ যে প্রেম-রস ভরা, লাবণ্যের স্তূপ ;
কি দৈন্য ! কি আকুলতা ! কি ভাব বিরাজে !
হেরি পদে পদে যেন যুগলের রূপ—
অমর-বাঞ্ছিত ধন, বাঞ্ছে দেবরাজে।
হে ঠাকুর, তব চিত্ত প্রেমরস-সিন্ধু !
কৃপা করি' দাও মোরে তার এক বিন্দু ॥



মনের মানুষ।



মনের মানুষ! কোথা পাইবে বাহিরে?
সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যে, খুঁজ অন্তঃপুরে ॥
মন যদি দিতে পার, মানুষ মিলিবে।
প্রেম-সুধা-সাগরেতে সদাই ভাসিবে ॥
পতিত হইয়ে বল পতিতপাবন।
সত্য পথে থাকি কর নাম সংকীর্ত্তন ॥
কি সুখে, কি দুঃখে শ্রীযুগল পদ সার—
ভাবিয়া এ ভবে ভাই, চল নির্ব্বিকার ॥
মনের মানুষ তবে মনে বিরাজিবে।
মনের মানুষ কোথা বাহিরে পাইবে?
স্থির কর মন, করি' আত্ম-সমর্পণ।
দৃঢ় করি' ধর দুটী যুগল চরণ ॥
মনের মানুষ তবে, পাবে অধিকারে।
আর না ডুবিতে হবে দুঃখের পাথারে ॥
শ্রীনাম আশ্রয় কর, শ্রদ্ধার সহিত।
মায়ার সংসারে পাবে উপায় বিহিত ॥
মিলিবে পরম ধন প্রেম-চিন্তামণি।
মনের মানুষ খুঁজে পাইবে তখনি ॥
কেন হও জর জর কামের অঙ্কুশে?
প্রেমের আলয়ে খুঁজ মনের মানুষে ॥

মনের মানুষ হের মনের ভিতরে।
প্রেমময়, প্রেমময়ী আছে আলো ক'রে ॥
কভু বা মিলিতরূপে গৌরাঙ্গ মূরতি।
আঁখি খুলে হের ওই ভাবের স্ফুরতি ॥
বাহিরেতে মত্ত হ'য়ে রবে কতকাল ?
কত আর স'বে বল সংসার-জঞ্জাল ॥
প্রেমের দেশেতে ওই মনের মানুষ।
প্রেমের ভজনে খুঁজ, না হ'য়ে বেঁহুস্ ॥
নিত্যলীলা, নিত্য-ভাব, নিত্যের সে দেশে।
অনিত্য সংসার ভুলি' চল হেসে হেসে ॥
হও নিত্য, ভাব সত্য, সে নিত্য চরণ।
"রাধা ভাবানুগা" বিনা না মিলে সে ধন ॥
মনের মানুষ যদি দেখিবারে চাও।
নিতে না করিও চেষ্টা, শুধু দাও, দাও ॥
সমর্পণ বিনা, নাহি মানুষ মিলিবে।
ইহা সত্য, চির সত্য জানি' চল ভবে ॥

প্রার্থনা।

এস গৌরহরি, এস কৃপা করি',
এস মোর হৃদয়-মন্দিরে।

অতি আকুল চিতে, চাহি আছি পথে,
আছি, বিপুল আশাটী ধ'রে ॥
আশা কি মিটিবে না হে?
বাসনা কি সফল হবে না হে?
আমার বহুদিনের সাধ কি সফল হবে না হে?
তুমি প্রাণের দেবতা, প্রাণ দাও, আলো ক'রে ॥
আঁধারে ঢেকেছে অন্তর আমার,
কলুষ-কালিমা হয় একাকার,
শুধু বিষাদের ঘোর হাহাকার,
শুভাগমে যাক্ দূরে ॥
তব প্রেমোজ্জ্বল রূপখানি হেরি',
ভুলে যাই, নাথ, মায়ার চাতুরী,
রাঙ্গা'পা দু'খানির অতুল মাধুরী—
পিয়ে অকূলেতে যাই ত'রে ॥
বারেক দাও হে চরণ-পরশ,
আর কিছু পাইতে নাহি মোর আশ;
জীবনে, মরণে, হ'য়ে থাকি দাস;
(ওহে) ঠেলোনা, ঠেলোনা, অন্তরে ॥

অশ্রুহার।



গৌর হে——

তব রাঙ্গা পা দু'খানি পূজিবার তরে,
প্রীতি-অর্ঘ্য ল'য়ে এসেছে সকলে।
মোর দগধ অন্তর, অশান্তি আলয়,
অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে, ভাব কি উথলে?
কি দিব হে আমি চরণে তোমায়,
কোন্ ধন আছে দিতে উপহার?
দুঃখ-মেঘে ঢাকা হৃদয় আমার,
আঁখি ভরিয়াছে জলে।
ওহে, বিষাদের সূত্রে সেই অশ্রুধার,
করিয়ে চয়ন গাঁথিয়াছি হার;
অশ্রুজলে গাঁথা এ অপূর্ব্ব হার—
শোভিবে কি চরণ-তলে?
আমি শঙ্কিত চিত আছি দাঁড়াইয়ে,
তুমি ভকতবৎসল, লও হে তুলিয়ে;
শ্রীপদ-পঙ্কজ পরশের যোগে,
অমৃত করহে গরলে।
যদি হয় তব করুণা সঞ্চার,
নব ভাব ল'য়ে আসিব আবার,
হ'য়ে কুতুহলী, ল'য়ে পুষ্পাঞ্জলি—
দিব হে চরণ-তলে।

কর্ম্মদোষে ছিন্ন ভিন্ন এ হৃদয়,
ফুটে না ভাবের কুসুমনিচয় ;
রসের সিঞ্চনে, কর রসময়—
মম, ভক্তি-লতিকার মূলে।
তব কৃপা বিনা আশা কিছু নাই।
একে একে সব হ'ল মোহে ছাই,
দুঃখের সংসার, হে গৌর গোঁসাই,—
আছে, সর্ব্বভাবে প্রতিকূলে।
আর, পারি না সহিতে এ দুঃখের ভার,
নামাইয়া লও, করুণা-আধার !
আগে, আকুল-পরাণে বাসনা আমার,
পূজি প্রেম-পারিজাত ফুলে ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রাবণের শক্তিশেলে, সুমিত্রা-নন্দন —
ছিন্ন কদলীর প্রায়, শায়িত ভূতলে,—
অচেতন স্পন্দহীন ; দৃশ্য কি ভীষণ !
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এখনো স্মরিলে।
রামভক্ত-হনুমান, তুচ্ছ অনুমানি'—
পথের অসহ্য ক্লেশ, দুর পর্য্যটনে,—

সঞ্জীবনী সুধারূপ বিশল্যকরণী,—
আনিয়া জীবন দিল, প্রণয় বন্ধনে।
সংসারের দুর্ব্বিসহ দুঃখ-শক্তিশেলে,
আমিও কাতর, স্পন্দহীন, অচেতন।
গুরুভক্তি-হনুমান, হৃদি অন্তস্তলে,
বিশল্যকরণী-প্রেম, আনিবে কখন্?
কবে পান করি' প্রেম-বিশল্যকরণী,
জাগিব, লভিব শক্তি মৃত-সঞ্জীবনী?

তুমি ও আমি।

তুমি হে অনন্ত জ্যোতিঃ, বিশ্ব চরাচরে,
তোমার অনন্ত প্রভা রহিয়াছে ফুটি;
আমি ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা, জ্বলি মিটি, মিটি,
ক্ষীণ-তনু, ক্ষীণ-জ্যোতিঃ, দূরে, অতি দূরে।
তুমি হে অনন্ত দেব! ক্ষুদ্র সান্ত আমি,
বুঝিব তোমারে বল, কি সাধ্য আমার?
বিশ্বরূপ নাম ধর অখিলের স্বামী,
আমি ত বুদ্বুদ্, তুমি মহাপারাবার।
যদিও অনন্ত তুমি, বুদ্ধির অতীত!
তোমার সহিত মোর কি সম্বন্ধ রয়?

তুমি পিতা জ্যোতির্ম্ময়, আমি দীনসুত,
দেহ মাঝে আত্মারূপে রহ আত্মাময়।
তোমারি শকতি বীজে জনম আমার।
কি ভয় দেখা'বে মোরে দারুণ সংসার ?



রাঙ্গা পা দু'খানি।

লক্ষ্য।

শিশুর নেহারি লক্ষ্য মাতৃস্তন্য পান।
মাতালের স্থির লক্ষ্য মদিরা সন্ধান॥
লম্পটের লক্ষ্য শুধু সুন্দরী রমণী।
বিলাসি-যুবক রাজা খুঁজে রত্নমণি॥
সতী খুঁজে পূজিবারে পতির চরণ।
কুলটার লক্ষ্য, হরে কিসে পরমন॥
চাটুকার ধর্ম্মকর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি।
ধনী জন পদ-চিন্তা করিছে কেবলি॥
ধন-লোলুপের লক্ষ্য বিষয়-বর্দ্ধনে।
মানী সদা ভাবে মান থাকিবে কেমনে॥
চাকুরের লক্ষ্য কিসে থাকিবে চাকুরী।
খুঁজে নিতি পাতি পাতি নূতন চাতুরী॥
মরুক্ বাঁচুক্ লোক কিবা আসে যায়।
দিন তার কাটে আত্ম-সুখের চিন্তায়॥

শূকরের লক্ষ্য সদা পূরীষ ভোজনে।
কৃমির নেহারি লক্ষ্য মলনালা পানে॥
ভ্রমরের লক্ষ্য মধু সংগ্রহের তরে।
তটিনীর লক্ষ্য কিসে মিশিবে সাগরে॥
বানরের লক্ষ্য হেরি ফলের বাগানে।
শকুনীর লক্ষ্য দূরে ভাগাড় সন্ধানে॥
শৃগালের মৃত-দেহ ল'য়ে টানাটানি।
নিন্দকের লক্ষ্য যেন পরনিন্দা-গ্লানি॥
কি উপায়ে জগতের হইবে মঙ্গল।
হিতৈষী তাহার তরে চিন্তিত কেবল॥
চোরের কেবল লক্ষ্য পরদ্রব্য পানে।
বঞ্চকের লক্ষ্য পরে বঞ্চিবে কেমনে।
কৃপণের লক্ষ্য শুধু সঞ্চয় উপরে।
পেটুকের লক্ষ্য হেরি কেবল উদরে॥
বক লক্ষ্য করি আছে মাছের পানেতে।
মার্জ্জারের লক্ষ্য ওই দুধের বাটীতে॥
বায়সের, নীরবেতে মিঠাই হরণে।
কোকিলের প্রিয় লক্ষ্য বিরহোদ্দীপনে॥
যোগীর পরম লক্ষ্য পরমাত্ম-ধন।
জ্ঞানীর জ্ঞানের বস্তু, ব্রহ্ম শুধু হন॥
ভকতের লক্ষ্য শুধু হরির চরণ।
পণ্ডিতের লক্ষ্য শুধু তর্ক উদ্ভাবন॥
এইরূপ সংসারের যে দিকেতে চাই।
পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য দেখিবারে পাই॥

কারো লক্ষ্য উচ্চ, কারো নীচ, অতি ঘৃণ্য।
কেহ বিদ্রূপের পাত্র, কেহ ধন্য ধন্য ॥
সকলের লক্ষ্য মধ্যে কা'র শ্রেষ্ঠ মানি।
যার লক্ষ্য শ্রীহরির—"রাঙ্গা পা দু'খানি"

টুক্, টুক্, টুক্।

(শচী-কোলে নিমাই)

বিমল গগনে যথা ফুল্ল শশধর।
যথা পত্রগুচ্ছ মাঝে কুসুম সুন্দর ॥
যশোদার কোলে যথা শোভে নীলমণি।
শচীর দুলাল, শচী-কোলেতে তেমনি ॥
ঊর্দ্ধে, স্তন্য-ধারা পূর্ণ শোভে পদ্মমুখ।
নীচে, পাদপদ্ম লাল টুক্, টুক্, টুক্ ॥

সব্ চেয়ে চুপ্ ভাল।

(বাক্-সংযম।)

বাক্-সংযম সাধকের সাধনাপক্ষে বিশেষ অনুকূল। বাচালতায় চিত্ত বিক্ষেপ হয়; উহাতে মনের শান্তিও নষ্ট

হইয়া থাকে। শাস্ত্রে মৌনাবলম্বন এক প্রধান গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি ইংরাজী প্রবাদবাক্যও শুনিতে পাওয়া যায়—"Silence is golden, Speech is Silvern," পরমহংসদেবের উক্তিতে—"কোণে, বনে ও মনের" বিষয় জ্ঞাত হইয়াও এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। লোক-শিক্ষার জন্য, বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন বটে; কিন্তু সকলেই লোক-শিক্ষকের পবিত্র পদ গ্রহণ করিতে পারে না। নিজে সিদ্ধিলাভ না করিয়া অপরকে সিদ্ধ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা,—নিজে মুক্ত না হইয়া অপরের মুক্তিদান-প্রয়াস ব্যর্থ। নিজের আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান না হইলে অপরের মনের অন্ধকার দুর করিবার জন্য শুদ্ধ বক্তৃতায় কার্য্য সুফলপ্রদ হয় না। ইহা কেবল অন্ধকে অন্ধের পথ প্রদর্শন-স্বরূপ। রাজনৈতিক বক্তৃতা থামিয়াছে বটে, কিন্তু দেশে এবার ধর্ম্ম-বক্তৃতার যুগ,—বাচালতার কাল আসিয়াছে। ধর্ম্ম যে শুধু বক্তৃতার জিনিষ নহে, সাধনের ধন, হৃদয়ের জিনিষ, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন না। সকলেই উপদেশ দিবার জন্য অগ্রসর!—উপদেশ গ্রহণ করিবার লোক অতি বিরল। সকলেই গুরুর পবিত্র আসন পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত। এ ভাব দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। নিজে আচারী না হইয়া আচার শিক্ষা দিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। "Do what I say, but do not do what I do" এ মন্ত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন মহাপুরুষের হৃদয়-সম্ভূত নহে, উহা কূটনীতি। এ নীতির প্রচারে, কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। মুখে—মনে এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে চুপ্ থাকাই ভাল। নীরবে সাধন

করাই শ্রেয়ঃ। প্রাণের ধনকে বাহিরে টানিয়া আনিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট কোন পক্ষেই নাই। "সব চেয়ে চুপ্ ভাল"— এই বাক্-সংযম বা মৌনাবলম্বন সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান "ভক্ত-মাল" শ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে। উহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সমর্থক। এই উপাখ্যানটী সঙ্কলিত করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিত একমাত্র পুত্র, অল্প বয়সেই কথা কহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কোন কথার উত্তরে এক প্রকার অস্ফুটধ্বনি করিতে লাগিলেন মাত্র। রাজা মনে করিলেন, পুত্রের কোন রোগ হইয়াছে। কোন চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না। "যে তাঁহার কথা ফুটাইতে পারিবে, সে রীতিমত পুরস্কার পাইবে", রাজা এই কথা প্রচার করিলেন। রাজবাটীর এক শিকারী, পুরস্কারের লোভে রাজপুত্রকে একদিন শিকারে লইয়া গেল। সে রাজপুত্রের দয়ালু স্বভাবের কথা জানিত। তদনুসারে একটী গর্ভবতী হরিণীর পেট চিরিয়া শাবক বাহির করিল। এই দারুণ দৃশ্য দেখিয়া রাজপুত্র নীরব থাকিতে পারিলেন না। দয়ার্দ্র হইয়া তিনি হায়! হায়! করিয়া উঠিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, ব্যাধ রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিল ও রাজ-সমক্ষে রাজ-পুত্রের বাক্য-স্ফুরণের কথা ব্যক্ত করিল। কিন্তু রাজ-পুত্র রাজার নিকট কোন কথাই কহিল না। রাজা মনে করিলেন, শিকারী মিথ্যা বলিতেছে। রাজা মিথ্যা কথার জন্য ঐ ব্যাধের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ব্যাধ, ভীত হইয়া রাজপুত্রের শরণ লইল এবং বলিল,—"মৌন ত্যাগ করুন!

নতুবা রাজাজ্ঞায় আমার প্রাণ যায়।" অনেক কাতরতার পর রাজকুমার বলিলেন, "বোলাত মুয়া!" অতঃপর আবার মৌনী হইয়া থাকিলেন। রাজা, তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজকার্য্য কিরূপে চলিবে, ভাবিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তথাপি পুত্র নীরব,—অবশেষে বলিলেন,—

"মৌন যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা।
কৃষ্ণ কথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥
শৌনকাদি মুনিগণ দেখ মৌনব্রত।
কিন্তু কৃষ্ণ কথার সময় হয় উনমত॥"

পুত্র লিখিয়া জানাইলেন,—

"সদংশে কহিতেও বাক্য-নিষ্ঠা নাহি থাকে।"

"মানসে সর্ব্বদাই জপ চলিতেছে। প্রয়োজন হইলে লিখিয়া অল্প কথায় রাজকার্য্য চালাইব। কথা কহিলে মিথ্যা কথনের সম্ভাবনা আছে। সদ্বিষয়ে কথা কহিলেও বাক্যের নিষ্ঠা থাকে না।"

কি ভাব! কি দৃঢ় ব্রতাবলম্বন! পাছে সত্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে, ভক্তিরত্ন হারাইয়া যায়, তাই এ নিষ্ঠাপূর্ণ মৌন-পণ। ধন্য এই দৃঢ়তা,—ধন্য এই অন্তর্বৈরাগ্য! হায়! এই এক-নিষ্ঠ, মৌন-ব্রতধারী ভক্তপ্রবরের ন্যায় মহাত্মার দর্শন পাইলে চরিতার্থ হইতে পারি। অহো! এ দীন হীন অধমজনের সে সৌভাগ্য, দর্শন পিয়াস মিটিবার ভাগ্য হইবে কি? দুরাশা—দুরাশা!

———

রাঙ্গা পা দু'খানি।

শ্রীপাদপদ্ম-রূপামৃত।

[শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের শুক শারীর উক্তি অবলম্বনে লিখিত]

---

(১)

চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, কলস, অম্বর,
অষ্টকোণ, উর্দ্ধরেখা, স্বস্তিক, বজর,
গোষ্পদ, ত্রিকোণ, মীন, অঙ্কুশ, কমল,
শঙ্খ, ধনু, ধ্বজ আর পক্ক জম্বুফল,
পুরুষোত্তমের এই উনিশ লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে হয় সুশোভন॥
সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে সব হোক্ বর্ত্তমান।
হেরিয়া আনন্দে মোর জুড়াক্ পরাণ॥

(২)

বারেক শ্রীকৃষ্ণ-পদ করিলে স্মরণ।
পৃথিবীর অন্ন তৃষা হয় নিবারণ॥
শ্রীপদ-চিন্তন হয় বিপদের ত্রাতা।
পাদপদ্ম সর্ব্ব-সম্পত্তির হয় দাতা॥
চমক জনমে মনে, শ্রীপদ-স্মরণে।
ইন্দ্রিয় সুতৃপ্ত হয় যাহার কারণে॥

সর্ব্ব-সুখ-প্রদায়ক চরণ যুগল।
অভিলাষ এ দীনের করুক্ সফল ॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলের ধ্যান—
প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভাগ্য করে পরদান।
সৎকান্তি, সৎগুণ, সম্পত্তি নিচয়,
অবাধে অর্পণ করে পদ লীলাময়।
নিখিল লীলার সেই আস্পদ অনুপ—
পাদপদ্ম, হোক্ মোর সর্ব্বস্ব স্বরূপ ॥

(৪)

যে চরণ-কমলের উপাসনা জাত—
শক্তিলাভে, চিন্তামণি, হ'ল শীলা কত।
ধবলা হইল কত কামধেনু-বর ;
বৃক্ষগণ, কল্পতরু হইল সুন্দর।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী সে পদ-যুগল।
কে আশ্রয় নাহি করে ভাবিয়া মঙ্গল ॥

(৫)

যাহার সৌরভে ত্রিভুবন সুবাসিত।
যার রসে ভক্ত-ভৃঙ্গ সদা আমোদিত ॥
রসিক-প্রবর হেন আছে কোন্ জন।
ছাড়ি' পদ অন্যপদ করে অন্বেষণ ॥

(৬)

লবণিম-মধুপূর্ণ যে কৃষ্ণ-চরণ,
অঙ্গুলি শোভিছে যাহে পত্রের মতন ;

যুবতীর নেত্র-ভৃঙ্গে পীত যে নখর—
পাদপদ্মে, শোভা পায় যেমন কেশর।
সৌরভ-তরঙ্গে যাঁর দিক্ আমোদিত।
শীতল সে পদে হই সদাই প্রণত॥

(৭)

রক্তপদ্ম হয় শুধু নেত্র-তৃপ্তিকর।
কল্পতরু, শুনিয়াছি হয় দাতৃবর॥
বদান্যতা আদি গুণ, যাহা সর্ব্বোত্তম।
পদ্ম-তরু-পত্র জিনি শোভা অনুপম॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, সর্ব্ব-চিত্তহর।
পাদপদ্ম, আহা মরি, অনিন্দ্য-সুন্দর॥

(৮)

পাদপদ্ম-প্রয়াগেতে শোভিতা ত্রিবেণী।
গঙ্গা, যার শুভ্রকান্তি নখরের শ্রেণী॥
ঊর্দ্ধে, নিম্নে, কৃষ্ণকান্তি সুন্দরী যমুনা।
অরুণের ধারা সরস্বতী শোভমানা॥
ত্রিবেণীতে, তনুত্যাগে অভীষ্ট পূরণ।
নতুবা না হয় লব্ধ কামনার ধন॥
কিন্তু পাদপদ্ম-স্থিতা-ত্রিবেণীর ধ্যান।
সর্ব্বরূপ কাম্য বস্তু করে পরদান॥

(৯)

অন্ধকার, নিজ দুঃখ করিবারে দূর,—
বিশ্বাসের বলে বলী হ'য়ে ভক্তশূর,
অরুণেরে, বাহু-যুদ্ধে করি' পরাভূত,—

উচ্চ স্থান, লাভ করি' হইল শোভিত।
রণে, অরুণের, হেরি' এই পরাজয়,—
ভয়ে, চন্দ্র, পাদপদ্মে লইল আশ্রয়।
ছিল চাঁদ সকলঙ্ক গগনের গায়।
অকলঙ্ক হ'য়ে পদে কিবা শোভা পায়॥

(১০)

অরুণ, বিদগ্ধ রবি-কিরণ মালায়,—
লইল আশ্রয়, পদে শীতল ছায়ায়।
অরুণের রক্ত-প্রভা ব্যাপ্ত শ্রীচরণে ;
তাই বুঝি, রাঙ্গা-পদ, বলে কবিগণে।
আমি বলি, কৃষ্ণপ্রেমে সদা অনুরক্ত,
চরণ-কমলাশ্রয়ী শ্রীরাধার চিত্ত ;
অনুরাগ-অরুণিমা, লভিয়া চরণ,—
ধরে সুষমার সার, অরুণ বরণ।

(১১)

যে দুটী চরণ ব্রজসুন্দরীর করে,—
সুনীল কমল যেন চারু শোভা ধরে ;
রক্তাশোক-পত্র-শোভা, স্তন কুম্ভ'পরে,
রক্তোৎপল রূপ ধরে হৃদি-সরোবরে,
কমল-নয়ন সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
তুষ্ট চিত্তে, স্তব আমি, করি অনুক্ষণ॥

(১২)

চন্দ্র, ইন্দীবর আদি চন্দন, কর্পূর,
যে সব শীতল বস্তু জগতে প্রচুর,

তাহাদের চেয়ে যে চরণ সুশীতল,
শ্রীরাধার স্তন সঙ্গে লুব্ধ অবিরল,
যে চরণ শ্রীরাধার করে সংলালিত,
যে চরণ রাধা-কুচ কুঙ্কুমে চর্চ্চিত,
যে চরণ সর্ব্ব শোভা লীলার আস্পদ,
সম্বাহন-যোগ্য হোক্ সদা সেই পদ।

ভাল, চুপ্, চুপ্।



(১)

যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, নিরমল নহে হিয়া,
অপরাধ ঘটিছে প্রচুর॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, নাহি ঘুচে ভেদজ্ঞান,
তবে, নাম লাগে কি মধুর॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, জীবে দয়া নাহি হ'ল,
ঠিক্ নাম না হয় গ্রহণ।
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, রিপু নাহি হল বশ,
নামে রুচি না হয় এখন॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, দিন দিন বাড়ে কাম,
তাহে নাই প্রেম আস্বাদন।
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, "দাও" শব্দ অবিরাম—
বল, তাহা দুঃখের কারণ।

যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, নামে করি' পণ্য দ্রব্য,—
দোকান খুলিয়া ব'স, ভাই।
তাহাতে না আছে সুখ, আছে সুপ্রচুর দুঃখ,
প্রেমানন্দ কভু তাহে নাই॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, অনুরাগী অকিঞ্চনে,—
প্রবেশিতে নাহি দাও দ্বারে।
বুঝিনা কেমন তবে, বৈষ্ণবের এই ভাবে,
এ যে ভাব পূর্ণ অহঙ্কারে॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, পাণ্ডিত্যের অভিমান—
প্রকাশিয়ে দীনে কর হেলা।
প্রভু তাহে হন রুষ্ট, ভক্ত তাহে নন্ তুষ্ট,
তাহে বাড়ে শুধু দুঃখ জ্বালা॥
যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, শুদ্ধ-লাভ-পূজা-জ্ঞান,—
হৃদি স্থান করে অধিকার।
তাহে নাহি পাপ-মুক্তি, না ঘুচে সংসারে গতি,
তাহে কাম-প্রভাব বিস্তার॥
"তৃণাদপি" ভাব ল'য়ে, অপরাধ শূন্য হ'য়ে,—
লও নাম-সুধা অপরূপ।
নামের দোহাই দিয়ে, পাপ-ইচ্ছা বাড়াইয়ে,—
কাজ নাই, ভাল চুপ্ চুপ্॥

(২)

যদি, লইয়ে প্রভুর নাম, বিধি করি' বলবান্
রাগ-মার্গ কর আচ্ছাদন।

প্রভু তাহে নন্ তুষ্ট ; তাহে তাঁর মনোভীষ্ট-
এ জগতে না হয় স্থাপন ॥
হইয়ে কামের দাস, যে বা করে অভিলাষ—
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-আস্বাদন।
নরকেতে অবস্থিতি, হয় তার দুরগতি,—
অনলেতে পতঙ্গ যেমন ॥
লইয়ে প্রভুর নাম, যে বা পূরে নীচ কাম,
সে না বুঝে যুগল-স্বরূপ।
ল'য়ে সিদ্ধ গুরুসঙ্গ, সে বুঝুক্ প্রেম রঙ্গ,
নতুবা সে ভাল, চুপ্, চুপ্ ॥

প্রেমের বিনোদ-খেলা।

আজি নিভৃত-নিকুঞ্জে আহা কিবা শোভা মরি!
বিনোদিনী সহ খেলে বিনোদবিহারী ॥
রূপে, নবীন নীরদ, শ্যাম, রাধা সৌদামিনী।
মধুর মিলনে ওই বিকাশে লাবণি ॥
যেন, শ্যাম-ইন্দীবর, রাধা কষিত কাঞ্চন।
তমালে কনক-লতা হয় সুশোভন ॥
আহা, শ্যাম-শিরে শোভে চূড়া, কিবা হেলে দুলে।
রাই শিরেতে বেণী ওই, চুমে পাদমূলে ॥

হেরি, শ্যাম গলে বনমালা, কত শোভা পায়।
রাই গলেতে মতির মালা, পরাণ জুড়ায়॥
কিবা, মকরন্দে-লুব্ধমনা-ভ্রমরী-গুঞ্জন—,
কত, করিয়াছে সুখময় নিকুঞ্জ-ভবন॥
কিবা, পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল গন্ধে দিক্ আমোদিত।
কোকিলার কুহুস্বরে কুঞ্জ মুখরিত॥
কিবা, প্রেমময় প্রেমময়ী রূপের আধার।
প্রাকৃত জগতে নাই তুলনা তাহার॥
হেরি, চৌদিকে বেষ্টিত ওই গোপাঙ্গনাগণ।
পুলকে পূরিত হিয়া, সেবায় মগন॥
কিবা, শত ধারে ছুটে, কুঞ্জে, ভাবের লহর।
প্রেমের প্রবাহ উঠে, পড়ে ঝর্ ঝর্॥
ওই, ঝলকে, ঝলকে, হয় রসের উদ্গার।
প্রেমানন্দে হ'ল কুঞ্জ আনন্দপাথার॥
যদি, এ আনন্দ-সাগরের, পাই এক বিন্দু।
তবে, হৃদি-গগনেতে মোর, শোভে লাখ ইন্দু॥
হায়, হেন শুভদিন, কভু, হবে কি আমার?
এ যে, বামনের সাধ যেন চাঁদ ধরিবার॥

প্রেমের চরম কথা।



প্রেম, প্রেমভক্তি ও বিশ্বপ্রেম এই তিনে পার্থক্য কি? এই তিনই একপ্রকার, পরা সীমায় সমুদায়ই এক, তবে বৃত্তি ভেদে, তটস্থ হইয়া বিচার করিলে, তারতম্য আছে। **বিশ্বপ্রেম**, অদ্বৈতভাব হইলে হয়।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥"

তারপর ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়। "কৃষ্ণে নিষ্ঠা, তৃষ্ণা ত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।" শান্তের পর,—প্রেম-ভক্তি; দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পর্য্যন্ত উহার গতি; প্রেমের চরম গতি, মধুর রসে মহাভাব পর্য্যন্ত; বুদ্ধির গোচর নহে, ভাবের গম্য। তখনকার ভাব -"না সো রমণ না হাম রমণী।" সাধুসঙ্গে, শ্রীচরিতামৃত আলোচনা করিলে প্রেমামৃত রসের আস্বাদন ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ হয়। একটু আলোচনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না:—

প্রেম কি?—"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥" কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-বৃত্তি বিশেষই প্রেম। প্রেম, জন্য পদার্থ নহে,—

"নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

কাম ও প্রেমের লক্ষণ—

"কাম, প্রেম, দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কাম ও প্রেমে পার্থক্য—

"অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

গোপী-প্রেম কামগন্ধ শূন্য—

"অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥"

কিরূপ তাহা—

"কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"

প্রেমের শক্তি—

"লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন, ভৎর্সন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন।"

কৃষ্ণ-প্রেম, অতি দুর্ল্লভ বস্তু—গুহ্য ধন—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে, ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম-ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

প্রেম-ফলের মধুরতা—

"লাগিল যে প্রেম-ফল অমৃতকে জিনে।"

প্রেম-ফলের মূল্য—

"ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি. তাহা নাহি গণি।"

প্রেমের ক্রিয়া—

"এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

কৃষ্ণ প্রেমের অকৈতব ভাব—

"অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥"

"কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু॥"

শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলেই কে বা পাতিয়ায়॥"

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের গৌরব—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি' মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম।
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥"

কৃষ্ণপ্রেম লাভই সৌভাগ্য—

"রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।"
"কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান।"

সাধ্য বস্তুর অবধি—

"যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥"
"তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন চিন্তামণি।
কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় এক থনি ॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু, রাম রায়।"

শ্রীমহাপ্রভুর অপূর্ব্ব উদারতা—

"এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পান এক বিন্দু,
তেন ধন বিলালেন সংসারে।

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নাহি বর্ণিবারে ॥"
"হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥"
"অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে ॥"

পতিত-পাবন প্রেমময় ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নিত্য স্ব-প্রকাশ; তাঁহার লীলা নিত্য, আবির্ভাব-তিরোভাব নাম মাত্র। এখনও তিনি ভক্ত-হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া প্রেমলীলা করিতে করিতে প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন। "সে অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।" "আবির্ভাব হতেছেন যে সব শরীরে। তাঁহাদের অনুগ্রহে ভক্তি ফল ধরে ॥" প্রেম—গোলোকের মহাসম্পত্তি, প্রেম ধনই, যাঁহাদের প্রয়োজন,—লক্ষ্য. তাঁহারা পুণ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া দীনাতিদীনভাবে নিরপরাধ নাম সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হউন্। শ্রীনাম-সাধনে প্রেম লাভ করিবার সহজ উপায়—স্বয়ং মহাপ্রভু এইভাবে দেখাইয়া গিয়াছেনঃ—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ, রামরায় ॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

পাগল মানুষ।



[মর-জগতে অমৃতের সন্ধান]

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন –

"কোটী জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে হয় এক কৃষ্ণভক্ত॥"
"আগে হয় মুক্ত তবে কর্ম্ম বন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

কোটি মুক্ত মধ্যে এইরূপ এক কৃষ্ণভক্তই **পাগল মানুষ**।

যিনি উচ্চতম রাজ্যের অপ্রাকৃত প্রেমসম্পদের অধিকারী, বিধির জ্ঞান লইয়া সাধারণ জীব যাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম, তিনিই **পাগল মানুষ**।

মানব-দেহে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিলেও, ভূলোকে যাঁহার অঙ্গে গোলোকের বিভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে, তিনিই **পাগল মানুষ**।

যিনি, শ্রীভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান এবং শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী হইলেও, দারিদ্র্য বশতঃ এ মাটীর সংসারে উপেক্ষিত, যাঁহার সংসর্গে আসিলে বড় বড় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান, ধনীর ধন-গর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, – সেই অকিঞ্চন পুরুষ, প্রকৃতই **পাগল মানুষ**।

যিনি শুষ্ক ফল্গু-বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া, বিষয় স্বীকার করিয়াও, মহাপ্রভুর অনুমোদিত যুক্ত-বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, নিজ জীবনে তাহার পূর্ণ আদর্শ প্রতিফলিত করেন, তিনিই আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ গৃহীর অনুকরণ যোগ্য **পাগল মানুষ**।

যিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে একান্ত শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার জিহ্বাগ্রে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নাম সর্ব্বক্ষণই নৃত্য করিতেছে, তিনি নীচকুলজাত হইলেও, পরমারাধ্য বৈষ্ণব এবং আমাদের কথিত **পাগল মানুষ**।

এই পাগল মানুষের গৌরব বাড়াইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।
এতবলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥"

তাপত্রয়-দগ্ধ জীবকে শান্তি দিবার জন্য আমাদের প্রাণ-গৌর, প্রেমের ভাণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান। যে ভাগ্যবান সমস্ত প্রীতি ভালবাসা সেই শচী-নন্দনকে অর্পণ করিতে পারেন, তিনি নিত্যানন্দ, তিনিই প্রকৃত অনুরাগী, প্রেমের মানবীয় মূর্ত্তি **পাগল মানুষ**।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটী সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

"এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পান একবিন্দু,
হেন ধন বিলাইলেন সংসারে॥"

"লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করেন ন্যাসী-চূড়ামণি॥"

যাঁহার সঙ্গে কিছুকাল বাস করিলে, এই লৌল,—শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির তীব্র লালসা, ব্রহ্মারও অপ্রাপ্য এই গুপ্ত ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি **পাগল মানুষ**।

প্রেমরাজ্য কেবলই লীলাময়; তথায় জগৎ-কারণ রজঃ তমঃ গুণ না থাকায় কঠোরতা বা দণ্ড নাই; কিন্তু এ সংসার রজঃ তমঃ পূর্ণ; তমঃ নাশ করিয়া জগৎ রক্ষা করিবার জন্য সদাশিব, স্বীয় অংশ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, এই ভাবের অনু-বর্ত্তনে যিনি সত্যের নিকট "তৃণাদপি সুনীচ", কিন্তু অসত্যের নিকট কালান্তক যম সদৃশ ভীষণ, রুদ্র-করুণ রসের সেই মিলিত মূর্ত্তিই **পাগল মানুষ**।

যিনি এ জগতে দুনিয়াদারি জানেন না, কিন্তু অন্তরের সহিত দুনিয়াকে ভালবাসেন; যাঁহার বাহির, কৃষ্ণ-বিরহে সদাই জ্বালাময়, কিন্তু অন্তরখানি আনন্দময়, তিনিই **পাগল মানুষ**।

"নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে, শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসী-বিন্দু"—এই ভাব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, যিনি শুদ্ধ, নির্ম্মল হইয়াছেন; তিনি **পাগল মানুষ**।

যিনি গুণাতীত, কর্ম্মাতীত, মায়িক জগতের অতীত, প্রেম-ময় মহাপুরুষ, তিনি **পাগল মানুষ**।

কাম-সেবা, যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে, প্রেমই যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র প্রয়োজন, তিনিই **পাগল মানুষ**।

বিষয়ীর সংস্পর্শে মন মলিন হয় বলিয়া, যিনি তাঁহার উপাসনা করিতে সঙ্কুচিত চিত্ত, কিন্তু ধনবান, স্বীয় অহমিকা ত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইলে, যিনি তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে তৎপর, সেই স্বার্থশূন্য তেজস্বী পুরুষকে **পাগল মানুষ** ভিন্ন আর কি বলিব?

"কেবল নাম সংকীর্ত্তন"—"সত্যই নাম সংকীর্ত্তন"—"নিরপরাধ নাম সংকীর্ত্তন" ব্যতীত প্রেমের উদয় হয় না, এই ভাব আস্বাদন করিয়া, জন-সমাজের মঙ্গলার্থ যিনি, উহার প্রচারে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, ধর্ম্মের গ্লানি দূর করেন, সেই অত্যুদার, নামকীর্ত্তনপর অদ্ভুত মানুষ, প্রকৃত **পাগল মানুষ**।

যাঁহার পর্ণ-কুটীরখানি. "গম্ভীরার" গম্ভীর ভাবময়; যিনি সেই গম্ভীরার মধ্যে প্রায় সমস্ত দিবা যামিনী অবস্থিত থাকিয়া, জনসঙ্গশূন্য হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে দশম-দশা প্রাপ্তা বিরহিণী পাগলিনী শ্রীমতী রাধিকার ভাব ধারণ করিতেছেন, তীব্র বিরহাকুল সেই মানুষটী কি প্রকৃত **পাগল মানুষ** নহেন?

ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের নিত্য সংযোগ; গৌণ ও মুখ্য ভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার; গৌণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-মূলক, মুখ্য ধর্ম্ম নিবৃত্তি-মূলক। নিষ্কাম, নিবৃত্তি-মার্গীয় মাধুর্য্য-ভক্তই **পাগল মানুষ**।

এই বিশ্ব পাগলেরই মেলা; সর্ব্বত্র পাগলের খেলা। কেহ ধনের,—কেহ মানের, কেহ রূপের,—কেহ বা প্রতিপত্তি লাভের পাগল। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকলেই পাগল। যাঁহার যে বিষয়ে প্রাণের দৃঢ় আকর্ষণ, তিনি সেই বিষয়ের প্রাপ্তির আশায় বিভোর,—পাগল। কিন্তু প্রকৃত পাগল কে? প্রেমের পাগলই, প্রকৃত **পাগল মানুষ**। তাই আমাদের প্রিয় কবি অকিঞ্চন গাহিয়াছেন,—

"প্রেমের পাগল ওই, এঁর তুল্য আছে কই,
হরি প্রেমে সদা মাতোয়ারা—
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, তা'তেই মজেছে প্রাণ,
মুখে বহে হরিনাম ধারা।"

পরমার্থে, জীবমাত্রেই এক জাতীয়, জীবমাত্রেরই এক আত্মা। জাতি দেহের, আত্মার কোন জাতি বা উপাধি নাই; আত্মা নিরুপাধি। এই ভাবে জাতি-নির্ব্বিশেষে যিনি, অত্যুদার, বিশাল বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুময় উপদেশ প্রদান করিতে করিতে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মতের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান, তিনি প্রেমরূপ মহারত্নের এক অতি উচ্চ অধিকারী **পাগল মানুষ**।

"আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল, অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।" শ্রীমহাপ্রভুর, রামানন্দ সম্বন্ধে এই উক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া যিনি বাতুল হইয়াছেন, তিনিই **পাগল মানুষ**।

"কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি ভক্তি, জপ, ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগ মার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥"

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ-ধর্ম্ম ছাড়ি' সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সকল মাধুর্য্য পূর্ণ উক্তির, উচ্চতম ভাবে যিনি সদা অনুপ্রাণিত, তিনিই **পাগল মানুষ**।

যদিও, শ্রীভগবান্ প্রকৃতই **কাঙ্গালের ঠাকুর** তথাপি আমরা তাঁহাকে সহজে ধরিতে পারি না, বুঝিতে পারি না, চিনিতে পারি না; যিনি, মায়ার অধিকার এড়াইয়া, কাঙ্গালের বেশে আমাদিগকে, কাঙ্গালের ঠাকুরের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে যাইবার সহজ পথ দেখাইয়া দেন, তিনি বাস্তবিকই মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন পার্ষদ ভক্ত, **পাগল মানুষ**।

ভিক্ষার ছলে জীবে প্রেমদানই যাঁহার কার্য্য; শ্রীভগবান্, সংসারী লোকের জীবে দয়ার ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য যাঁহাকে ভিখারীরূপে প্রেরণ করেন; সংসারের অনিত্যতা বুঝিলেও, নিত্য প্রেমের দেশে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, অনুরাগী নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পক্ষ সমর্থনার্থ, জীবন্মৃত অবস্থায়—যিনি এই অনিত্যের দেশে অপেক্ষা করেন, তিনি এক অসাধারণ, রহস্যপ্রিয় **পাগল মানুষ**।

"অনুরাগ হ'য়েছে যার, ভয় কি রে তার, ঝলক্ দিচ্ছে নয়নকোণে", **পাগল মানুষ** যিনি, তাঁহার নয়ন-কোণে প্রেমের এই বিমল প্রভা পূর্ণরূপে প্রতিভাসিত।

পাগল মানুষ যিনি, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ; "মহান্ত স্বভাব হয় তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥" এই

ভাব স্মরণ করিয়া, তিনি পরোপকারে সদা অনুরক্ত। মহাপ্রভুর চরণ দু'খানিই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, প্রভুর নামগানে তিনি সদাই উন্মত্ত, প্রভুর লীলা স্মরণে তিনি সদা অনুরক্ত, প্রভুর গুণগাঁথা কীর্ত্তনে তিনি নিত্য প্রবৃত্ত।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

আমাদের এই **পাগল মানুষই** প্রকৃত ভাগ্যবান্। সংসারীর চক্ষে পাগল মানুষ উপেক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু অমর-সমাজে তিনি নিত্য পূজিত। **পাগলই** আমাদিগকে মর-জগতে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেন। বলবতী পিপাসা যাঁহার, তিনি, পাগল মানুষের সঙ্গে অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করুন্।



কাঁদো! কাঁদো!! কাঁদো!!!



কাঁদো, কাঁদো, কাঁদো! ক্রন্দন ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় নাই, ক্রন্দন ভিন্ন আমাদের গতি নাই, কেবল কাঁদো—কাঁদো! অশ্রুর প্রকট মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া প্রাণ খুলিয়া কেবল কাঁদো! এই অশ্রু সাধকের, প্রেমিকের পরম ধন। অশ্রু না থাকিলে প্রেমিক, প্রকৃত প্রেমিক নহেন, সাধকের সাধনা, অশ্রু ভিন্ন পূর্ণ হয় না। অশ্রু-সাধন, এক মহাসাধন। আত্মোন্নতিই বল, আর পরের কল্যাণ সাধনই বল, এই পবিত্র অশ্রুই উহার মূল।

নাম-সাধনার পরিণতি, প্রেম; প্রেমের বাহ্য বিকাশ, এই অশ্রুজলে।

—অশ্রু, এই মরজগতে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেয়। অশ্রু, অতুল-অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক, অশ্রুর মাধুর্য্য ব্রজভাবের পরিচায়ক। শ্রীভগবানের সেবা কার্য্যে, অশ্রুজলের ন্যায় উপাদেয় উপচার আর দ্বিতীয় নাই। তাই, বলি ভাই, কাঁদো; প্রেমাশ্রু নয়ন বাহিয়া বক্ষে নিপতিত হউক; তৎপরে, উহার অনাবিল তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে জগৎ প্লাবিত হউক্। কাঁদো, কাঁদো, কাঁদো! কেবল কাঁদো।

যদি শোকে সান্ত্বনা চাও, তবে কাঁদো, অন্ধকার পূর্ণ অশান্ত হৃদয়ে শান্তির বিমল প্রভা ছুটাইতে চাও, তবে কাঁদো। ভালবাসায় প্রকৃত অহেতুক্ ভাবের বিকাশ করিতে ইচ্ছা হইলে, কাঁদো! বিনয়ের মধুরতা, সহানুভূতির পূর্ণ অভিব্যক্তি, এই অশ্রুজলে। মর্ত্ত্যধামে গোলোকের লীলা দেখিতে বাসনা হইলে, প্রেম-পাগল সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষের ভাব-বিভোর নয়নের প্রতি লক্ষ্য কর। দেখিয়া দেখিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদো।

কি ভূলোকে, কি দ্যুলোকে, কান্না কোথায় নাই? কান্নার প্রভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়াছেন, কাঁদিতেছেন। শ্রীমতীরও কান্নার বিরাম নাই,—গোপিকাগণ কাঁদিয়াছেন। সতী কাঁদিয়াছেন, সীতা কাঁদিয়াছেন, সাবিত্রী কাঁদিয়াছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র কাঁদিয়াছেন, শৈব্যা কাঁদিয়াছেন। শচীমাতা কাঁদিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়াছেন। সীতা-শোকে রামচন্দ্র কাঁদিয়াছেন। যিশু কাঁদিয়াছেন, মহম্মদ্ কাঁদিয়াছেন। নানক, কবির, কাঁদিয়া

ছেন। কাঁদাই সকলের কাজ,—কাঁদাই সকলের আশ্রয়। কাঁদো—কাঁদো।

—কান্নার মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। কাঁদা চাই-ই। বিরহের অশ্রু-বর্ষণ ব্যতীত মিলনের মধুরতা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তাই, বিরহের অস্তিত্ব। অভিসারের অভিনয় অন্ধকারেই হইয়া থাকে। কৃষ্ণকায় জলধরের বক্ষেই সৌদামিনীর খেলা চিত্ত-হারিণী। কমলে কণ্টক, আঁধারে আলো, যেরূপ অশোভনীয় নহে, মিলনে বিরহও ঠিক্ তদ্রূপ! ইহাই "বিষামৃত গোরা প্রেম."—ভাবিয়া কাঁদো।

"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"; স্বরূপ হারাইয়া আমরা এক্ষণে বিরহীর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই বলি, ভাই, কাঁদো—কাঁদো—কাঁদিতে কাঁদিতেই, প্রেমের দেশে গিয়া, প্রেমের মূল প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। কাঁদো কাঁদো কাঁদো। যদি প্রকৃতই উদ্ধারের বাসনা থাকে, তবে কাঁদো। যদি প্রকৃতই মঙ্গল চাও, তবে কাঁদো। যদি জগতের মঙ্গল করিবার অভি-লাষ থাকে, তবে কাঁদো। দীনহীন কাঙ্গাল আমরা, আমা-দের এক্ষণে ক্রন্দনই একমাত্র বল। হাসিতে চাও ত, একবার গৌর বলিয়া কাঁদো,—নিতাই বলিয়া কাঁদো। বর্ত্তমান যুগে ইহাই সাধন,—ইহাই জ্ঞান। কাঁদো-কাঁদো—কাঁদো। ইহা মুখের কথা নহে, প্রত্যক্ষ সত্যকথা,—খাঁটী কথা। রোদনই পরম সাধন,—উহাই একমাত্র ভরসা। কেবল মুক্তির দিক্ দিয়া গেলে মুক্তি পাইবে না। বিশ্বাস করিয়া,—সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়া কেবল কাঁদো!

কান্নার কথা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ-অনুপম বর্ণ-চিত্রে

চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে করিতে প্রাণের আকুল কণ্ঠে কেবল কাঁদো,—কাঁদো। এই কান্নার-জলে এক অপরূপ হাসির আলো বিভাসিত হইবে। হাসি-কান্নার এই মধুর মিলনে, এক অনুপম কনক-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া—প্রাণ জুড়াইবে, অমৃতাধিক মধুর ভাবের আস্বাদন লাভে চরিতার্থ হইবে। তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইবার নয়, উহা কেবল সাধুসঙ্গ—লভ্য,—ভাবদেহে অনুভব যোগ্য। ভাব-ময়ের মধুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে,—তাঁহার রাতুল চরণ যুগল স্মরণ করিতে করিতে, কেবলই কাঁদো।—মাভৈঃ—কেবলই কাঁদো। কোন এক অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চয় হইবে,—ভাই, কাঁদো।

"কাঙ্গালের ঠাকুর।"

হে সর্ব্বজ্ঞ, তুমি জান ভাল, আমার এ দুঃখের সংসার।
পাপে তাপে তপ্ত মোর চিত, আঁখিজল সম্বল আমার॥
দূরে, দূরে, নিভৃত আলয়ে, আছি আমি আনন্দের আশে
কবে হবে এ শুষ্ক পরাণ, রসময় প্রেমের পরশে?
শোক, তাপ, দূরে যাবে কবে, তোমার করুণা বরষণে?
বল, প্রভো, দীনের আশ্রয়, কবে দয়া হবে দীনজনে?
তুমি হে করুণাময় হরি, তুমিই হে শান্তির নিলয়।
কবে, দীনে হবে দয়া তব, শান্তিময় হইবে হৃদয়?

জগতের যে দিকেতে চাই, হেরি তব করুণা-নিঝর।
ছুটিতেছে, পড়িতেছে, প্রভো, পবিত্র উচ্ছ্বাসে থর থর॥
চন্দ্রে, সূর্য্যে, নক্ষত্রমণ্ডলে, রহিয়াছে করুণার রাশি।
অনলে, অনিলে হেরি সদা, করুণার স্রোত যায় ভাসি॥
কি সাগরে, কি ভূধরে, নাথ, চরাচর বিশ্বের মাঝারে,—
তোমার মহিমা-মহা-প্রভা, উদ্দীপিত করুণা আকারে।
বিটপীর প্রতি পত্রে হেরি, করুণার চিহ্ন রহে লেখা।
পাখীদের মধুর স্বননে, দেখি তব করুণার রেখা॥
মানবশিশুর ফুল্লমুখে বিরাজে যে সুমধুর হাসি।
সে যেন গো আর কিছু নহে, শুধু তব করুণার রাশি॥
সরোবরে সরোজের মাঝে, যে শোভা বিকাশে মনোহর।
সে সৌন্দর্য্য, তোমার করুণা, হে অনন্ত সৌন্দর্য্য-আকর॥
পত্নী-প্রেম, পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতাদের পবিত্র প্রণয়,—
সুহৃদের অকপট ভাব, সুখ প্রীতি পবিত্রতাময়,
এ সকল আর কিছু নয়, তোমারই করুণা-বিকাশ।
প্রেমময়, হে করুণাময়, তাই আসিয়াছি, বড় আশ॥
কত পাপী, মহাপাপী কত, তোমার অশেষ কৃপা বলে—
লভিল পরম-পদ সুখে, কীর্ত্তি-কথা রাখিল ভূতলে।
মানবের মনে, দয়ারূপে, তোমারি ত অধিষ্ঠান হেরি।
তাই দূরে যায়, মুছে যায়, দীন-দুঃখীদের অশ্রুবারি॥
তুমিই ত শান্তিরূপ ধ'রে, বিরাজিছ মানব-হৃদয়ে।
দুরন্ত, অশান্ত নর, তাই, শান্ত হয় শান্তি জল পেয়ে॥
প্রীতিরূপে বিরাজিছ তুমি, মনস্তরু ধরে প্রীতি-ফুল।
প্রেমরূপে ছড়ায়ে দিতেছ, মহত্ত্বের সৌন্দর্য্য বিপুল॥

অধম-তারণ রূপে তুমি, অধমেরে দিতেছ আশ্বাস।
তাই দুঃখে বিমলিন মুখে, ফুটিতেছে সুমধুর হাস॥
যে হৃদয়ে এতই করুণা, এত প্রেম, এত ভালবাসা।
তার কাছে, বিনা তার কাছে, কাঙ্গালের কোথায় ভরসা?
কাঙ্গালের ঠাকুর জানিয়া, এসেছি কাঙ্গাল আমি কাছে,
কাঙ্গালের-সখা কৃষ্ণ, দাও কাঙ্গালের বিষাদাশ্রু মুছে॥

বাসনা।

(প্রথম উচ্ছ্বাস।)

আমি, শরত-আকাশে, চাঁদের মতন, নিরমল হ'য়ে রব,
প্রেমের অঞ্জন, যুগল নয়নে, যতনে মাখায়ে দিব।
উপবনে যথা, প্রফুল্ল গোলাপ, লাবণ্য-সুষমাময়—
আমারো হৃদয়, ঠিক্ সেইরূপ (যেন) প্রেমগন্ধ ভরা হয়।
গোমুখী হইতে, নিঝরের ধারা, স্রোতস্বিনী হ'য়ে ছুটে,
উন্মত্ত হইয়া, ধায় সিন্ধু-পানে, সরস করিয়া তটে।
আমি, পীরিতির উৎস, হৃদয় হইতে, ধীরে ধীরে খুলে যাই,
নিখিল এ বিশ্ব, প্লাবন করিয়া, প্রেমসিন্ধু যেন পাই।
কদলী তরুটী, দেখিতে সরল, সর্ব্বভাবে উপকারী।
আমি, ঠিক্ তার মত, যেন হ'তে পারি, সরলতা অধিকারী।
আকাশের মত, উদার হইতে, সদাই বাসনা মোর,

গরিবের দুঃখে, ফেলিবারে পারি, যেন নয়নের লোর
দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মোহ আদি, যেন দূরে
চলি যা।
কাম যেন কভু, প্রেমের আসনে, বসিবারে নাহি পায়
ফল ভরে নত বিটপীর মত, বিনীত হইতে পারি,
পাপকাজে মোর, সদা লাগে ঘৃণা, ধরায় ধৈরজ ধরি
এইরূপে যবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন, তখন, ভাই!
কি চা'ব, কি চা'ব, কিবা নেহারিব, শুনিবে,
শুনিবে তাই
তখন আমার পূতচিত্ত মাঝে, মহাভাব বিরাজিবে।
ভাবময় কৃষ্ণ বামে রাধা ল'য়ে, কি সুষমা বিকাশিবে
সে সৌন্দর্য্য হেরি,' যুগল-মাধুরি- অমৃত করিব পান,
আনন্দ-সাগরে, ডুবিয়ে, ডুবিয়ে, (গাব) যুগল-
রূপের গান

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

যুগলের মন্ত্র, গুরুর নিকটে, বিশ্বাস করিয়া লব।
নাম-মন্ত্র ল'য়ে, যতন করিয়ে, হৃদয় ক্ষেত্রেতে থুব॥
ক্ষেত্র করষণে, ভক্তি-বারি দানে, নামাঙ্কুরে হবে তরু
সে তরু হইতে, ভাবের প্রসূন, হবে প্রেম ফল চারু।
প্রেমের আরাধ্য, প্রেমফল বাধ্য, রাধাকৃষ্ণ দুয়ে মিলে
হৃদয়ে আমার, হবে প্রকাশিত, ভাবের লহরী খুলে।